বৎসতর —দম্য, বাছুর।
মেহতর —(যাং) মলগ্রাহি, মুর্দ্দাফরাস, মেথর।
চৌয়াত্তর —সংখ্যা বিং (৭৪) ছিয়াত্তর—সংখ্যা বিং (৭৬)
তিয়াত্তর —সংখ্যা বিং (৭৩)
বায়াত্তর —(বাহাত্তর) সংখ্যা বিং (৭২)
একাত্তর —সংখ্যা বিং (৭১)
লোকোত্তর—অলৌকিক, লোকাতীত, অসামান্য।
ভোগোত্তর—ভোগার্থ দত্ত জমি-সকর-নিষ্কর-মৌরসী।
পঁচাত্তর —সংখ্যা বিং (৭৫) আটাত্তর—সখ্যা বিং (৭৮)
সাতাত্তর —সংখ্যা বিং (৭৭)
প্রত্যুত্তর —উত্তরের উত্তর, জবাব।
শক্তোত্তর —কঠিনোত্তর, দৃঢ় বাক্য।
বিদ্বত্তর —উভয়ের মধ্যে অধিক বিদ্বান্।
পদ্মোত্তর —কুসুম ফুল।
অনুত্তর —মুখ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অধম, দৃঢ়, উত্তরদানে অসমর্থ
দেবোত্তর —দেবতার সেবার্থ ভূমি প্রভৃতি।
সর্ব্বোত্তর —সর্ব্বপ্রধান, উৎকৃষ্টতম, সকলের উত্তর দিক্
দুরুত্তর —যাহা দুঃখে পার হওয়া যায়, অখণ্ডনীয়,
অসৎ উত্তর, দুস্তর, অনুত্তর।
নিরুত্তর —প্রতিবাক্যে অসমর্থ, প্রত্যুত্তর রহিত।
কারোত্তর—সুরা মণ্ড, মদের অগ্রভাগ, কূপ।
সুরোত্তর —শ্রীখণ্ড, চন্দন।

শালোত্তর—পানিনি মুনির আশ্রম।
মহত্তর —দুয়ের মধ্যে অপেক্ষা কৃত মহৎ।
ব্রহ্মোত্তর —ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দেওয়া।
লোকান্তর—পরলোক, স্বর্গ, অন্য লোক, মৃত্যু।
ভুজান্তর —ক্রোড়, বক্ষঃস্থল, অন্য হস্ত।
কার্য্যান্তর —অন্য কার্য্য, কর্ম্মান্তর।
স্বতন্তর —স্বতন্ত্র, পৃথক।
অত্যান্তর —ব্যাকুলাপন্ন, অস্থির।
মতান্তর —অন্য মত।
গত্যন্তর —অন্য গতি, উপায়ান্তর।
রথন্তর —সামবেদ, রথ সারথি।
অর্থান্তর —অন্যার্থ, প্রকারান্তর।
অনন্তর —পশ্চাৎ, অব্যবধান, সমীপ, পশ্চাদ্বর্ত্তী।
স্তনান্তর —স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, বক্ষঃস্থল, হৃদয়।
মন্বন্তর —মনুর রাজ্যশাসন কাল, একাত্তর যুগ।
তেপান্তর —ভয়ানক মাঠ, জনশূন্য ময়দান।
দ্বীপান্তর —দণ্ড জন্য দ্বীপে প্রেরণ।
রূপান্তর —ভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকার।
অবান্তর —অন্তঃপাতী, প্রধানের অঙ্গ ভুক্ত বিং।
অভ্যন্তর —মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্গত, ভিতর।
জন্মান্তর —অন্য জন্ম, পর জন্ম।
নিরন্তর —নিবিড়, ঘন, নিরবকাশ, অসীম, নিচ্ছিদ্র,

প্রকাশিত, আভ্যন্তরিক, সর্ব্বদা, অনবরত।

বারান্তর —অন্য সময়, আর একবার, দ্বিতীয় বার।

কালান্তর —সময়ান্তর, অন্য সময়।

দেশান্তর —অন্যদেশ, দূর দেশ, বিদেশ।

দেহান্তর —অন্য দেহ, শরীরান্তর।

সুদুস্তর —দুষ্পার, যাহা পার হওয়া দুঃসাধ্য।

চৌর্ণস্তর —যে স্তর খড়ী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

বসাস্তর —চর্ব্বির আচ্ছাদন।

থরথর —(দেং) কম্পান্বিত, কম্পিত।

কাকোদর—সাপ, ভুজঙ্গ, কাকের পেট।

বৃকোদর —ভীম, মধ্যম পাণ্ডব, পবন পুত্র।

নাগোদর —উরস্ত্রাণ, সাপের পেট।

হতাদর —অসম্মান, অমর্য্যাদা, অবজ্ঞাত।

ক্ষতোদর —উদর রোগ বিং, রক্তাতিসার।

সিতোদর —(শ্বেতোদর) কুবের, যক্ষরাজ, ধনেশ।

আত্মাদর —আত্মবিষয়ে যত্ন ও মানাপমানের প্রতি দৃষ্টি

পৃথূদর —বৃহৎ কুক্ষি যুক্ত, মেঘ, বারিদ, ঘন।

দগ্ধোদর —ক্ষুধিত, ভোজন বাঞ্ছা, বুভুক্ষা।

অনাদর — অযত্ন, অবজ্ঞা, অপমান।

অনুদর —কৃশ, দুর্ব্বল, ক্ষীণ মধ্য।

লম্বোদর —গণেশ, ঔদরিক, পেটুক, দীর্ঘোদর।

সমাদর —সম্যক্ আদর, সম্বর্দ্ধনা, সম্মান।

দামোদর —শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শালগ্রাম,লক্ষ্মীপতি,জৈন।
দরদর —(দেং) ধারাবাহিক ক্রমে পতন।
বেরাদর —(যাং) ভাই, ভ্রাতা, কুটুম্ব।
পরিদর —মাড়ির কোমলতা।
দরোদর —দ্যূতক্রীড়া, অক্ষক্রীড়ক শঙ্কু,কীলক,পাশা।
দুরোদর —দ্যূতকার, জুয়াড়ি, জুয়া খেলা।
জলোদর —উদর রোগ বিং, উদরী।
পৃষোদর —বিন্দুগর্ব্ভিত,যাহার উদরে গোলচিহ্ন আছে
সহোদর —এক মাতার গর্ব্ভজাত ভ্রাতা।
সংযদ্বর —(সম্পদ্বর) ভূপতি, রাজা, নৃপতি।
নিষদ্বর —কর্দ্দম, কাদা।
অসৃক্দর —যোনিহইতে রক্তাদি ধাতুক্ষরণ রোগ,প্রদর
ককুন্দর —(কুকুন্দর) পৃষ্ঠ দেশের অধঃস্থিত আবর্ত্ত চিহ্ন দ্বয়, নিতম্বস্থ আবর্ত্তবৎ গর্ত্ত দ্বয়।
বাজন্দর —[বাজন্দার] (দেং) বাদ্যকর।
পুরন্দর —ইন্দ্র, দেবরাজ, চোর।
কলন্দর —বর্ণসঙ্কর জাতি বিং।
তোয়ধর —মেঘ, জলধর।
পয়োধর —স্তন, মেঘ, কোষকার,নারিকেল, কশেরু।
চক্রধর —বিষ্ণু,সর্প,দেশাধিপ,গ্রামাধিপ,ঐন্দ্রজালিক
শিখাধর —ময়ূর, শিখী।
পক্ষধর —চন্দ্র, পক্ষী, পক্ষধারণ কর্ত্তা।

শৃঙ্গধর —পর্ব্বত, শৃঙ্গধারী।
গঙ্গাধর —আশুতোষ, মহাদেব, শিব, সমুদ্র।
বজ্রধর —দেবরাজ, ইন্দ্র।
জটাধর —শিব,যাহারজটা আছে,বুদ্ধভেদ,গ্রন্থকারবিং
দণ্ডধর —রাজা, যম, কুম্ভকার, সন্ন্যাসী, যষ্টি হস্ত।
ক্ষিতিধর —অনন্ত, বাসুকি, পর্ব্বত, রাজা।
শ্রুতিধর —শুনিবামাত্র অভ্যাস কারক।
ছত্রধর —যে ছত্র ধারণ করে, ছাতি ধরা।
বেত্রধর —দ্বারপাল, যষ্টিধারী।
শক্তিধর —কার্ত্তিকেয়, শক্তি যুক্ত।
পাথোধর —(অম্ভোধর) মেঘ, জলদ।
গদাধর —বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, গদাধারী।
বিদ্যাধর —দেব যোনি বিং, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
শিফাধর —শাখা, ডাল, বিটপ, পল্লব।
অম্বুধর —জলধর, মেঘ, অভ্র, মুস্তক।
উর্ব্বীধর —পর্ব্বত, গিরি, শৈল, ভূধর।
কামধর —কামরূপের মৎস্যধ্বজপর্ব্বতস্থ সরোবর বিং
নামধর —লব্ধনামা, আখ্যাত, নাম দ্বারা অভিহিত।
উমাধর —হিমালয় পর্ব্বত, শিব।
ধরাধর —অনন্তদেব, পর্ব্বত,বিষ্ণু,কূর্ম্মরাজ,মহাবরাহ
ধারাধর —মেঘ, খড়্গ।
জলধর —মেঘ, সমুদ্র, মুথা ঘাস, জলধারী।

শূলধর —শিব, মহাদেব।
শৈলধর —বিষ্ণু, নারায়ণ।
হলধর —লাঙ্গলী, বলদেব, কৃষক।
কলাধর —শশধর, চন্দ্র।
তুলাধর —তুলা রাশি, সূর্য্য, বণিক, তুলা গুণ।
বংশধর —সন্তান, কুল রক্ষক, বংশ প্রবর্ত্তক।
বিষধর —সর্প, ফণাকর, অহি, ভুজঙ্গ, উরগ।
শশধর —চন্দ্র, মৃগাঙ্ক, মৃগলাঞ্ছন।
বংশীধর —শ্রীকৃষ্ণ, বংশীধারী, ব্রজনাথ।
অংশুধর —সূর্য্য, অসমঞ্জ রাজা, আকাশস্থজ্যোতির্ম্মণ্ডল
বর্ষধর —নপুংসক, খোজা।
মহীধর —পৃথিবীধর, পর্ব্বত।
নৃপাধ্বর —রাজসূয় যজ্ঞ।
যুগন্ধর —কুবর, শকট ও লাঙ্গলবাহীপশু, লাঙ্গলের ঈষ
ধুরন্ধর —ভার বাহক, যুগ্য, বাহন, শ্রেষ্ঠ, ধব বৃক্ষ।
জলন্ধর —অসুর বিং, দেশ বিং।
জালন্ধর —জলন্ধর দেশ, ঐ দেশের অধিবাসী।
ধনুর্দ্ধর —ধানুষ্ক, তীরন্দাজ।
মাইনর —(ইং) নাবালক।
পর্ণনর —পত্রনির্ম্মিত মনুষ্যাকৃতি।
উশীনর —গান্ধার দেশ, নৃপ বিং, শিবি রাজার পিতা
বৈশ্বানর —অগ্নি, বেদাংশ বিং, চিত্রক বৃক্ষ।

হতপর —দুষ্ট, অধার্ম্মিক, বিশ্বাস ঘাতক।

অতঃপর —[ইতঃপর] ইহার পর, পশ্চাৎ, অনন্তর।

স্বার্থপর —স্বকার্য্য সাধনে তৎপর।

অধোপর —গুহ্যদেশ।

দেবপর —ক্রীড়াতৎপর, অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বাপর —অগ্র পশ্চাৎ, নিষ্পত্তি।

পরাৎপর —পর হইতেও পর, শ্রেষ্ঠতম, জগদীশ্বর।

পরম্পর —অনুক্রম, পর পর, পুত্র পৌত্রাদিক।

পরস্পর —অন্যোন্য, ইতরেতর, উভয়তঃ।

স্বয়ংবর —[স্বয়ম্বর] স্বেচ্ছায় পতি গ্রহণ।

শিখাবর —কাঁঠাল গাছ, পনস বৃক্ষ।

রঘুবর —রাঘব, শ্রীরাম, দাশরথি, রামচন্দ্র।

দ্বিজবর —ব্রাহ্মণ।

ব্রজবর —শ্রীকৃষ্ণ, যশোদানন্দন।

যাযাবর —অশ্বমেধীয় অশ্ব, জরৎকারু মুনি, পর্য্যটক, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, নিরন্তর ভ্রমণশীল।

নটবর —নৃত্যকর্ম্মে পটু, লম্পট, চতুর, শ্রীকৃষ্ণ।

আঢ্যবর —ভূতপূর্ব্ব ধনী।

সিতাবর —শাক বিং, সুষুণী শাক।

অস্থাবর —গমনশীল, জঙ্গম, স্থাবর ভিন্ন বস্তু।

ইন্দিবর —[ইন্দীবর] নীল পদ্ম, নীলোৎপল।

দেববর —শ্রেষ্ঠ দেবতা, ইন্দ্রাদি, অভীপ্সিত, দেবদত্ত

কারাবর —চর্ম্মকার, চামার।

বরাবর —(যাং) সম্মুখ, সমীপ,ঠিক,সমান।

সরোবর —পদ্মাকর, পদ্মাদি যুক্ত পুষ্করিণী।

কলেবর —শরীর, দেহ, গাত্র, তনু।

তালেবর —(যাং) ধনাঢ্য, ধনবান্।

রিসিবর —(ইং) গ্রাহক, ভাণ্ডারী, খাজাঞ্চি।

ধর্ষবর —(বর্ষবর)কঞ্চুকী, শুদ্ধান্তজন, ষণ্ড, খোজা।

লোহবর —স্বর্ণ, সোণা, সুবর্ণ।

মাতব্বর —(যাং) প্রধান, বিশ্বাসী।

মুসব্বর —ঔষধীয় দ্রব্য বিং।

দিগম্বর —শিব, বৌদ্ধ বিং,উলঙ্গ, অন্ধকার,সন্ন্যাসী।

উডুম্বর —[উদুম্বর] যজ্ঞ ডুমুর বৃক্ষ ও তৎ ফল, ষণ্ড, খোজা, দেহলী, কুষ্ঠ রোগ বিং, তাম্র, কর্ষ, বারাণ্ডা, কৃমি বিং,দুই তোলা পরিমাণ।

ঔডুম্বর —কুষ্ঠ রোগ বিং, তাম্র, যম বিং,তাম্রনির্ম্মিত

পীতাম্বর —শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু।

কাদম্বর —দধির সর, মদ্য বিং, আকের গুড়।

গদাম্বর —মেঘ, জলদ।

মদাম্বর —মত্ত হস্তী, ঐরাবত।

ঔদুম্বর —উদুম্বর সম্বন্ধীয়।

ইন্দম্বর —নীলপদ্ম, নীলোৎপল।

অনম্বর —অম্বর রহিত, দিগম্বর, বৌদ্ধ বিং,লগ্ন,শূন্য।

আড়ম্বর —তূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনি, হস্তীর ধ্বনি, হর্ষ, ক্রোধ, অঙ্গ মর্দ্দন, জাঁকজমক, পক্ষ্ম, মেঘ ধ্বনি।

বাগ্‌ড়ম্বর —[বাগাড়ম্বর] কথায় জাঁকজমক করা।

নীলাম্বর —শনৈশ্চর, রাক্ষস বিং, বলরাম, নীলবস্ত্র।

ফণাভর —সর্প, বিষধর, অহি, ভুজঙ্গ, উরগ।

উপহ্বর —বিজন, নির্জ্জন স্থান, সমীপ, রথ, যুদ্ধ।

কুলম্ভর —সিঁদেল চোর, চোর।

বিশ্বম্ভর —বিশ্বত্রাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বধারণ কর্ত্তা।

বিস্মৃমর —বিসারী, ব্যাপন শীল।

বিজ্ঞামর —চক্ষুর্গোলকের শুক্ল ভাগ।

উড্ডামর —প্রধান, উৎকৃষ্ট, অতিপ্রচণ্ড।

আপামর —পামর পর্য্যন্ত, সমস্ত, সকল।

অভিমর —যুদ্ধ, বধ, বন্ধন, সপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতাশঙ্কা।

ধরামর —ব্রাহ্মণ, বিপ্র, সামবেদী।

মোকরর —(যাং) নিযুক্ত, নিয়োগ, নিশ্চয়।

সুকেশর —বীজপুর, দাড়িম।

বেগসর —খচ্চর, অশ্বতর, বেসর।

অগ্রসর —অগ্রগামী, অগ্রগ, পুরঃসর।

অগ্রেসর —প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অগ্রগামী।

পঞ্চশর —কন্দর্প, ইহার পাঁচ বাণ, যথা—সম্মোহন-উন্মাদন-শোষণ-তাপন-স্তম্ভন ; অরবিন্দ-অশোক-চূত-নবমল্লিকা-নীলপদ্ম=৫।

প্রতিসর —মালার ছড়া, নর, সৈন্যপৃষ্ঠ, মাল্য,প্রাতঃ-
কাল, ভূষণ বিং, নিযোজ্য, কিঙ্কর,মন্ত্র বিং,
কঙ্কণ,করসূত্র, ব্রণশোধন, প্রতিগমন, অধীন
প্রত্যাসর —সৈন্য পৃষ্ঠ, ব্যূহ পাঞ্চি ।
মণিসর —মণিময় হার, মুক্তাহার, মুক্তার মালা।
অনুশর —রাক্ষস।
অপসর —স্থানান্তর হওন, প্রস্থান।
উপসর —পশ্যাদির গর্ভাধানার্থ বৃষাদির গতি,প্রজন
পুষ্পশর —কন্দর্প, মদন, ফুলবান।
অবসর —প্রস্তাব, যোগ্য কাল,বৎসর, অবকাশ,সময়,
সুযোগ, গোপনে পরামর্শ, বৃষ্টি, প্রারম্ভ।
পূর্ব্বসর —অগ্রসর, অগ্রগামী।
অভিসর —অনুচর, সহায়, ভৃত্য, সপক্ষ।
কামশর —কন্দর্পের বাণ, আম্র বৃক্ষ।
রামশর —রামের বাণ, শর বৃক্ষ।
ক্ষীরসর —ছানা, আমিক্ষা।
পরাশর —স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি, ব্যাসের পিতা।
হরিশর —(নটেশ্বর) শিব, মহাদেব।
পুরঃসর —যে অগ্রে গমন করে, অগ্রসর, পরিচর।
দাহসর —শ্মশান, শবদাহ স্থান।
বিকশ্বর —(বিকষর,বিকস্বর) প্রকাশশীল,বিসরণশল্পী
একেশ্বর —একাকী, স্বাধীন, এক প্রভু।

চক্রেশ্বর —চক্রবর্ত্তী, সম্রাট, তান্ত্রিক মতাবলম্বী।
বাগীশ্বর —বৃহস্পতি, ব্রহ্মা, উত্তম বক্তা, বাক্‌পতি।
যোগেশ্বর —বিষ্ণু, মহাদেব, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি।
নাগেশ্বর —অনন্তদেব বিং, পুন্নাগ, নাগকেশর।
যজ্ঞেশ্বর —বিষ্ণু, নারায়ণ, অধিষ্ঠাতা।
প্রজেশ্বর —(নরেশ্বর) ভূপতি, রাজা, নৃপতি।
ঘণ্টেশ্বর —শিব, মহাদেব, মঙ্গলপুত্র, ঘেঁটু, ঘণ্টাকর্ণ।
কৃতস্বর —সুবর্ণের খনি।
কার্ত্তস্বর —স্বর্ণ, যে বেদপাঠ করে, পুষ্প বিং।
ভদ্রেশ্বর —কল্কগ্রামস্থ শিব; স্বনাম প্রসিদ্ধ গ্রাম।
নন্দীশ্বর —মহাদেব,নন্দী, নন্দিকেশ্বর।
অধীশ্বর —মহারাজ, সম্রাট, চক্রবর্ত্তী, প্রভু।
মধুস্বর —কোকিল, মিষ্ট আওয়াজ।
অনশ্বর —অক্ষয়, অবিনশ্বর, সনাতন, নিত্য, ধ্রুব।
বিনশ্বর —অচিরস্থায়ী, অনিত্য, ধ্বংসশীল, অস্থির।
অনীশ্বর —(নিরীশ্বর) নাস্তিক, ঈশ্বর ভিন্ন।
ফনীশ্বর —(অহীশ্বর)বাসুকি, সর্পরাজ, অনন্তদেব।
অনুস্বর —অনুনাসিক বর্ণ, বিন্দু মাত্র বর্ণ "ং"
গুণেশ্বর —চিত্রকুট পর্ব্বত, গুণের আধার।
ধনেশ্বর —কুবের, ধনস্বামী।
প্রাণেশ্বর —পতি, স্বামী, ভর্ত্তা, প্রাণেরকর্ত্তা।
সর্ব্বেশ্বর —শিব, সম্রাট, সকলের রাজা।

আভাস্বর —গণ দেবতা বিং, দীপ্তি, দীপ্তিশালী।
দ্রুমেশ্বর —তালগাছ, শশধর, চন্দ্র।
স্বরীশ্বর —দেবরাজ, ইন্দ্র।
বরেশ্বর —(মহেশ্বর) ধূর্জটি,মহাদেব,শিব,পঞ্চানন।
বীরেশ্বর —প্রধান বীর, বীরভদ্র।
সুরেশ্বর —শিব, শঙ্কর, ইন্দ্র, বাসব।
কুলেশ্বর —শিব, আশুতোষ, কুলপতি।
জলেশ্বর —জলাধিপতি, বরুণ, সমুদ্র, শিব বিং।
বিশ্বেশ্বর —শিব, বিশ্বনাথ, কাশিস্থ শিব লিঙ্গ।
বহুস্বর —অনেক শব্দ যুক্ত, পেচক, পেঁচা।
মাহেশ্বর —মহেশ্বর সম্বন্ধীয়, শিবোপাসক।
জাতিস্মর —পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত যাহার স্মরণ আছে।
ইদ্বৎসর —বৎসরাদি বর্ষ পঞ্চকান্তর্গত তৃতীয় বৎসর।
সংবৎসর —যাহাতে ঋতু সকল বাস করে=অব্দ, বৎসর
সাংবৎসর —গণক, দৈবজ্ঞ,বার্ষিক,হায়নিক,আব্দিক।
অমৎসর —ঈর্ষা শূন্য, দানশীল।
নির্ম্মৎসর —মাৎসর্য্য রহিত, নিরহঙ্কার।
সওহর —(যাং) পতি, স্বামি।
ভাগহর —অংশগ্রাহী, দায়াদি।
রজোহর —রজক, ধোপা।
দৃতিহর —কুক্কুর, সারমেয়।
ভ্রান্তিহর —ভ্রমনাশক, মন্ত্রী।

ঋকৃথহর —উত্তরাধিকারী, অংশভাগী।
গ্রন্থিহর —মন্ত্রণাদায়ক, মন্ত্রী।
অর্থহর —ধনাধিকারী।
পদহর —শব্দ চোর, পাদ হানি!
সুধাহর —গরুড়, পক্ষিরাজ।
ধনহর —যে পিতৃপৈতামহ ধনপ্রাপ্ত হয়-দায়াদ, চোর
মনোহর —মনোজ্ঞ, সুন্দর, কুঁদ ফুলের গাছ, সুবর্ণ।
তমোহর —চন্দ্র, মৃগাঙ্ক, তমোনাশক, সূর্য্য, অগ্নি।
বর্ম্মহর —কবচধারী, তরুণ।
স্মরহর —মদনান্তকারী, মহাদেব।
অড়হর —(দেং) কলাই বিং, অড়হর।
বিষহর —বিষ নাশক, গরল নাশক।
যশোহর —বঙ্গদেশের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত নগর বিং।
নন্দীসরঃ —ইন্দ্রের উদ্যান মধ্যবর্ত্তী সরোবর।
বিন্দুসরঃ —তিব্বত দেশের অন্তর্গত সরোবর বিং।
অল্পসরঃ —পল্বল, ক্ষুদ্র সরোবর-যাহা গ্রীষ্মকালে শুকায়

অর—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

প্ল্যান্টেনঅর্—(ইং) কলাগাছ, কদলী বৃক্ষ।
চর্কচর্ —অব্যক্ত শব্দ, পক্ষীর ধ্বনি, কিচির্‌মিচির্‌শব্দ
প্রেডিছেছর্—(ইং) পূর্ব্বাধিকারী।
এলিগেটর্ —(ইং) কুম্ভীর, কুমীর।
সরভেয়র্ —(ইং) ভূমিমাপক, আমিন, তত্ত্বাবধারক।

হালুইকর —(দেং) ময়রা।
নিদাঘকর —[সহস্রকর,দিবসকর] সূর্য্য, ভানু,তপন।
অরুচিকর —অপ্রীতিকর, অসন্তোষজনক।
অর্পিতকর —প্রসারিত হস্ত, বিবাহিত।
অখ্যাতিকর—[অকীর্ত্তিকর] অযশস্কর, দুর্নাম জনক।
রজনীকর —[সর্ব্বরীকর, শর্ব্বরীকর] চন্দ্র, ইন্দু।
কুসুমাকর —যে ঋতুতে কুসুম জন্মে=বসন্তকাল।
মকরাকর —সমুদ্র, জলধি।
কন্দরাকর —পর্ব্বত, শৃঙ্গধর।
কমলাকর —পদ্মালয়,যে সরোবরে অনেক পদ্ম জন্মায়
দ্বাদশকর --কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন, বৃহস্পতি।
করশীকর --হাতির শুঁড় হইতে নির্গত জল কণা।
জলশূকর —কুম্ভীর, কুমীর।
বর্ণসঙ্কর —সংকীর্ণ জাতি, মিশ্র জাতি।
গ্রামসঙ্কর —গ্রামের নর্দ্দমা।
অকিঞ্চিৎকর—যাহতে কিছুই হয়না, যৎসামান্য,তুচ্ছ।
অম্বুতস্কর —জল শোষণকারী=সূর্য্য।
উপনিস্কর —নগরের পথ, রাজপথ।
পত্রোপস্কর—বৃক্ষ বিং, কাসমর্দ্দ বৃক্ষ।
অনবস্কর —নির্ম্মল, পরিস্কৃত, শোধিত।
অযশস্কর —অখ্যাতি জনক, যাহাতে অযশ হয়।
গৌরীশিখর—হিমালয়ের শৃঙ্গ বিং।

তুঙ্গশেখর —(পৃথুশেখর) পর্ব্বত, পাহাড়।
কুর্চ্চশেখর —নারিকেল গাছ।
ধাতুশেখর —কাশীশ, তুঁতে।
চন্দ্রশেখর —পর্ব্বত বিং, মহাদেব।
গন্ধশেখর —প্রধান সুগন্ধি দ্রব্য=মৃগনাভি।
অগ্নিশেখর —কুঙ্কুম।
শিবশেখর —বকবৃক্ষ, ধুতুরা।
শশিশেখর —শিব, চন্দ্রচুড়, চন্দ্রনাথ।
প্রতিজাগর —প্রত্যবেক্ষণ, মনোযোগ, জাগরণ।
সওদাগর —(যাং) বণিক্, বাণিজ্য ব্যবসায়ী।
শাখানগর —নগরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র নগর, উপনগর।
গঙ্গাসাগর —যেখানে গঙ্গা গিয়া সাগরে মিলিয়াছে।
সপ্তসাগর —লবণ-ইক্ষু-সুরা-সর্পিঃ-দধি-দুগ্ধ-জল=৭সিন্ধু
গুণসাগর —ব্রহ্মা, বুদ্ধ বিং, সকল গুণের আধার।
দানসাগর —ষোড়শ সংখ্যক ষোড়শ দান।
উপসাগর —যে সাগরাংশের প্রায় চতুর্দ্দিকে জল।
দ্বৈপসাগর —বহুসংখ্যক দ্বীপাকীর্ণ সাগরাদি।
মহাসাগর —যে লবণাক্ত জল পৃথ্বীকে বেষ্টন করিয়াছে
সত্যসঙ্গর —কুবের, সত্যপ্রতিজ্ঞ।
ব্যোমমুদ্গর—বায়ুর শব্দ, নির্ঘাত,বজ্রাঘাত।
উভয়চর —যাহারা জলে ও স্থলে উভয় স্থানে চরে।
দৃষ্টিগোচর —নেত্র গোচর, চক্ষু দ্বারা যাহা দেখাযায়।

কাণ্ডগোচর—লৌহ নির্ম্মিত শর, নারাচ অস্ত্র।
বনগোচর —নিষাদ, ব্যাধ, অসভ্য জাতীয় বন্য মানুষ, যে সর্ব্বদা বনে গমন করে, কানন, বন।
অশ্রুতচর —যাহা পূর্ব্বে কখন শুনা যায় নাই—অদ্ভুত।
রজনীচর —রাক্ষস, রাত্রিচর, তস্কর, প্রহরী, নগর রক্ষক
গগণেচর —গ্রহ, নক্ষত্র, তারা।
তালাবচর —(তালানুচর) নর্ত্তক, নট।
সচরাচর —সর্ব্ব সাধারণ, স্থাবর, জঙ্গম, জগৎ।
দুর্গসঞ্চর —যাহা দ্বারা দুর্গম স্থানে যাওয়া যায়—সেতু
আহকজ্বর —নানা জ্বর।
প্রাকৃতজ্বর —বর্ষা-শরতাদি ঋতুক্রমে বাত-পিত্ত-কফজ্বর
পললজ্বর --পিত্ত, পৈত্তিক।
কুণকঞ্জর —শাক বিং, বন বেতুয়া শাক।
সিতকুঞ্জর —ইন্দ্র, ইন্দ্রের হস্তী।
শ্বেতকুঞ্জর —[ইন্দ্রকুঞ্জর] ইন্দ্রের হস্তী, ঐরাবত।
অস্থিপঞ্জর —কঙ্কাল, শরীরের অস্থি সমূহ।
বিধুপঞ্জর —খড়্গ, খাঁড়া, অসি।
দেবমঞ্জর —কৌস্তুভ মণি।
ব্যোমমঞ্জর —ধ্বজা, পতাকা, কেতু, নিশান।
ইনস্পেকটর—(ইং) পরিদর্শক, তত্ত্বাবধারক।
অন্তর্জঠর —কুক্ষি, পাকস্থলী, কোষ্ঠ, অন্নকোষ।
অধিকতর —অপেক্ষা কৃত অধিক।

ব্যয়কাতর —(দেং) অদাতা, ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ।
ইতরেতর —পরস্পর, অন্যোন্য।
কারণোত্তর—অভিযুক্ত, প্রশ্নোত্তর।
উত্তরোত্তর —ক্রমে২, ক্রমশঃ।
কমলোত্তর —যাহা পদ্মের ন্যায় উৎকৃষ্ট, কুসুমফুল।
পাদচত্বর —ছাগল, শৈকত ময় প্রদেশ, পিপ্পল, শিলা, পরনিন্দক, তুষার, করকা, বালুকাময়।
জলচত্বর —তড়াগ, সরোবর।
পাংশুচত্বর —করকা, শিলা।
নিরক্ষান্তর —নিরক্ষ রেখা হইতে দূরত্বের পরিমাণ।
অবস্থান্তর —অন্য অবস্থা, অন্য দশা।
অপদান্তর —সান্নিধ্য, সন্নিকর্ষ, নৈকট্য, অব্যবহিত।
দ্রাঘিমান্তর-নির্দ্দিষ্ট স্থানের দ্রাঘিমাহইতে স্থানেরদূরত্ব
প্রকারান্তর —অন্যপ্রকার, অন্যবিধ।
অলকস্তর —মেঘ বিং।
আঙ্গার্য্যস্তর—প্রথম উৎপন্ন স্তর।
অগ্নিপ্রস্তর —চক্‌মকির পাথর।
উদকোদর —উদরী রোগাক্রান্ত, উদরী।
অর্কসোদর — ঐরাবত হস্তী।
নরসুন্দর —নাপিত, ক্ষৌরকার।
গ্রীষ্মসুন্দর —গিমাশাক।
সূচিকাধর —হস্তী, করী।

বসুধাধর —পৃথিবীধর, পর্ব্বত, ভূধর, অচল।
ধরণিধর —[ধরণীধর] পর্ব্বত,বিষ্ণু, অনন্ত, মহাবরাহ।
তোমরধর —অগ্নি, তোমরধারী,গদাধারী।
মুরলীধর —বংশীধারী, শ্রীকৃষ্ণ।
পরশুধর —গণেশ, পরশুরাম, পরশুধারী।
ছলনাপর —শঠ, ধূর্ত্ত, প্রতারক।
রাজশফর—ইলিশ মাছ (যাং) রাজার মফঃস্বল গমন।
নলকুবর —কুবেরের পুত্র, নলরাজার ন্যায় যার শরীর
সস্যসংবর —শাল গাছ, শর্জ্জ তরু।
বিগ্রহাবর —পৃষ্ঠ, পীঠ, দেহের পশ্চাদ্ভাগ।
পয়গাম্বর —(যাং) দূত, আচার্য্য।
মেঘডম্বর —(মেঘাড়ম্বর) মেঘ গর্জ্জন, মেঘের আড়ম্বর
যজ্ঞোডুম্বর —স্বনাম প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, যজ্ঞডুম্বর গাছ।
শস্যসম্বর —শাল বৃক্ষ।
বনবর্ব্বর —কৃষ্ণ তুলসী।
পঞ্চচামর —ষোড়শাক্ষর পাদ ছন্দো বিং।
পুষ্পচামর —দমন বৃক্ষ, কেতক বৃক্ষ।
অম্বুচামর —[বারিচামর] শৈবাল, শেওলা।
পাংশুচামর—তাঁবু, দূর্ব্বাতৃণ বিশিষ্ট তট ভূমি, প্রশংসা, নাড়ীছেদন. ধূলী সমূহ, রায়ভাটী।
নাগকেশর —নাগেশ্বর বৃক্ষ।
রক্তকেশর —পারি ভদ্র বৃক্ষ, নিম্ববৃক্ষ, পুন্নাগবৃক্ষ।

গর্ভকেশর —কেশরের মধ্যে যে সূত্র সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল।
অম্লকেশর —কমলা লেবু, দাড়িম, অম্ল শাক।
রসকেশর —কর্পূর।
সিংহকেশর—সিংহের জটা, বকুল বৃক্ষ।
অগ্রতঃসর —পুরোবর্ত্তী, অগ্রগ, অগ্রগামী।
পক্ষাবসর —পূর্ণিমা বা অমাবস্যা, পর্ব্ব।
সর্ব্বাবসর —রাত্রির মধ্যভাগ, নিশীথ।
নিরবসর —অনবকাশ, ব্যস্ত, ব্যাপৃত।
প্রতিবাসর —প্রত্যহ, প্রতিদিন।
ধর্ম্মবাসর —পৌর্ণমাসী, পূর্ণিমা।
হরিবাসর —একাদশীযুক্ত দিন। (দেং) উপবাস।
অসমশর —পঞ্চবান, কন্দর্প।
অপরিসর —দূরবর্ত্তী, অসন্নিহিত। (দেং) কম পরিসর
কুহকস্বর —কুক্কুট, কুঁকুড়া।
গুহ্যকেশ্বর —কুবের।
হাটকেশ্বর —গোদাবরী নদী তীরস্থ শিব।
নন্দিকেশ্বর—শিব দ্বারী, নন্দী, সামান্য পুরাণ বিং।
রসকেশ্বর —পারদ, পারা।
সামন্তেশ্বর —চক্রবর্ত্তী, সম্রাট।
মগধেশ্বর —মগধ দেশের অধিপতি,রাজা জরাসন্ধ।
শকুনীশ্বর —বৈনতেয়, গরুড়, পক্ষীন্দ্র।
ধরণীশ্বর —শিব, রাজা, বিষ্ণু।

মধ্যমেশ্বর —কাশীস্থ শিব লিঙ্গ বিং।
পরমেশ্বর —শিব, বিষ্ণু, পরমব্রহ্ম,জগদীশ্বর, সম্রাট।
অসৌম্যস্বর—কাকের ন্যায় মন্দ স্বর বিশিষ্ট, কুস্বর।
মণ্ডলেশ্বর —অধীশ্বর, রাজা, সম্রাট।
ভবঘস্মর —দাবানল, বনাগ্নি।
ইদাবৎসর —সংবৎসরাদি বর্ষ পঞ্চকান্তর্গত ৩য় বৎসর
উদাবৎসর—পঞ্চপ্রকার বৎসরের মধ্যে বৎসর বিং।
পরিবৎসর —সম্বৎসর, বর্ষ।
রতিকুহর —স্ত্রীচিহ্ন, যোনি, ভগ।
কর্ণকুহর —কর্ণের ছিদ্র, শ্রবণেন্দ্রিয়।
পশ্যতোহর—চৌর, তস্কর, স্বর্ণকার।
দুরুদাহর —যাহার উদাহরণ দেওয়া দুঃসাধ্য, দুরুচ্চার
শাসনহর —আজ্ঞাবাহক, দূত, রাজদূত, পেয়াদা।
গ্রহণীহর —লবঙ্গ, গ্রহণী রোগ নাশক।
দুষ্পরিহর —অপরিত্যাজ্য, দুরপনেয়।
অশ্মরীহর —ধান্য বিং, দেবধান।
সন্দেশহর —বার্ত্তাবহ, দূত।

অর—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

আওলাৎআকর-(যাং) বৃক্ষাদি।
ধেনুদুগ্ধকর —গর্জ্জর, গাজর।
তারশুদ্ধিকর —সীসক, সীসা।
নগরন্ধ্রকর —ক্রৌঞ্চদারণ, কার্ত্তিক।

বদ্ধপরিকর —দৃঢ়কৃত কটিবন্ধ ।
সহস্রশিখর —বিন্ধ্য পর্ব্বত, বিন্ধ্যাচল ।
ইন্দ্রিয়গোচর—ইন্দ্রিয়ের বিষয়, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানপথবর্ত্তী
বহিঃকুটীচর —কর্কট, কুলীর, কাঁকড়া ।
ধনদানুচর —কুবেরানুচর, যক্ষ ।
বিজয়কুঞ্জর —রাজবাহ্য হস্তী ।
আগ্নেয়প্রস্তর – অগ্নি দ্বারা দ্রবীভুত শীতল প্রস্তর ।
পরেশপাথর —যাহার স্পর্শে লৌহ সোনা হয়=স্পর্শমনি
অমৃতসোদর —সমুদ্র মন্থন কালে সুধা হইতে জাত অশ্ব
কাঞ্চনকন্দর —সুবর্ণের খনি ।
ছায়ামৃগধর —চন্দ্র, শশধর ।
গোবর্দ্ধনধর —শ্রীকৃষ্ণ, বংশীধারী, ব্রজনাথ, বাসুদেব ।
উষ্ট্রশিরোধর —ভগন্দর রোগ, অর্শ রোগ ।
হালাহলধর —সর্প, বিষধর, ভুজঙ্গ ।
অঙ্কুশদুর্দ্ধর —যে হাতী অঙ্কুশ মানে না=মত্তমাতঙ্গ ।
লেটারপেপর —(ইং) চিঠি লিখিবার কাগজ বিং ।
বিজয়সমর —যুদ্ধ জয়কারী, সমর বিজয়ী ।
পন্নগকেশর —নাগকেশর পুষ্প ।
পরাগকেশর —কেশরের স্থূল সূত্র ব্যতীত সমুদায় সূত্র
পুণ্যজনেশ্বর —যক্ষরাজ, কুবের ।
বৃন্দাবনেশ্বর —শ্রীকৃষ্ণ, নন্দনন্দন, গোপাল, গোপীনাথ
ভিন্নভাগহর —ভগ্নাংশের ভাগহার ।

অর—অন্ত। (৭) সপ্তাক্ষর।

অগ্নিদগ্ধপ্রস্তর — অগ্নি সংযোগে উৎপন্ন পাথর।
উভয়ভাগহর —যে ২অংশ গ্রাহী, দ্বিবিধগুণযুক্তৌষধ।
পোতাধিষ্ঠাননগর—বন্দর বিং,বহুজাহাজাকীর্ণ স্থান।
দশপারমিতাধর —বুদ্ধ।

আর—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ছার্ —[ইং] মহাশয়।
জার্ —[ইং] জালা।
টার্ —[ইং] আলকাতরা।
ষ্টার্ —[ইং] নক্ষত্র, তারকা।
দ্বার্ —দ্বার, দোর, কপাট, উপায়, সম্মুখ, দুয়ার।
পার্ —[ধা] কর্ম্ম সমাপ্তি, পারগ [ইং] বিড়ালের ডাক
ফার্ —[ইং] পশম, তফাৎ।
বার্ —[ইং] হুড়কা।
আর —মঙ্গল, শনি, পিত্তল, চামারের অস্ত্র-চক্রাঙ্গ কাষ্ঠ বিং, প্রান্তভাগ, কোন, অন্য, মুগুদ্রোহ।
কার —হিমালয়, যতি, হত্যা, যত্ন,নিশ্চয়, পতি, রাজস্ব, কর্ম্মকর্ত্তা,কার্য্য, বধ (দেং)কাহার (ইং) ফিতা
খার —শস্য পরিমাপক পাত্র বিং, ৫১২ সের।
ক্ষার —লোণা মাটী, যবক্ষার, বিট লবণ, ধূর্ত্ত, সাৰ্জ্জি, টঙ্কণ, কাচ, রস, ভস্ম, গুড়, ছাই, সোহাগা।
ঘার —সেচন, ছেঁচা বা সেঁচা।

চার —গতি, উদ্রেক, কারাগার, বৃক্ষবিং, কৃত্রিম বিষ, শৃঙ্খল, সঞ্চার, গূঢ় পুরুষ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, লোভ, চারি, মৎস্য ধরিবার টোপ, বন্ধন, অপসর্প।

ছার —[দেং] অতি তুচ্ছ, পোকা বিং, ভস্মবৎ।

জার —উপপতি, ঔষধ বিং।

টার —ঘোড়া, রমণার্থ রক্ষিত বালক, বাটী, ধাম, লঙ্গ

ঠার —[দেং] ইঙ্গিত, সঙ্কেত।

তার —উচ্চস্বর, পরিষ্কার, সুন্দর, মুক্তাহার, মধ্যমণি, রজ্জু, চক্ষুর তারা, উচ্চ, দীপ্তিযুক্ত, উৎকৃষ্ট, গ্রহ, নক্ষত্র, কূর্চ্চবীজ, তরণ, বালির পুত্র-তার, স্থূল, উত্তরণ, ওঙ্কার, স্বর্ণাদির গুণা, বীণা যন্ত্রের তাঁত, স্বর, নির্ম্মিত, স্ফূরিত কিরণ, মুক্তা, রৌপ্য, স্বাদ

দার —যে স্বামীকে গ্রহণ করে=ভার্য্যা, পত্নী।

দ্বার —দুয়ার, প্রতীহার, বারক, উপায়, সম্মুখ।

ধার —প্রস্তর বিং, ফোঁটা ২ বৃষ্টি, কোয়াসা, সীমা, কিনারা, ঋণ, গভীরতা, প্রান্তভাগ, জলধারা, সূক্ষ্ম অস্ত্রাগ্রভাগ, প্রাখর্য্য। [দেং] শাণ।

নার —নর সমূহ, জল, বালক, বৎসর, বাছুর, নরসম্বন্ধীয়

পার —নদীর অপর তীর, শেষভাগ, উদ্ধার, পারদ।

স্ফার —প্রচুর, বৃদ্ধি যুক্ত, বিস্তৃত, উচ্চ রূপে শব্দিত।

বার —বাসর, রবি-সোমাদি, সমূহ, অবসর, পর্য্যায়, দ্বার, নিবারণ, শিব, মুহূর্ত্ত, মদিরা পাত্র, জল(১২)

ভার —বিষ্ণু, ধান্যতণ্ডুলাদি, গুরুত্ব, সমূহ, রাশি, ২০ তুলা পরিমাণ স্বর্ণ, কর্ম্মনির্ব্বাহার্থাধিকার, পরিমাণ বিং

মার —মরণ, হত্যা, বধ, কন্দর্প, বিঘ্ন, ধুতুরা।

শার —শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ=মিশ্রিত নানাবর্ণ, পাশক, কর্ব্বুর, পাশা, দ্বেষ, হিংসা, বায়ু।

সার —বৃক্ষের মজ্জা, তেজঃ, শ্রেষ্ঠাংশ, কাঠিন্য, দৃঢ়তা, বল, উৎকর্ষ, অতিশয়, তত্ত্বার্থ, বায়ু, পীড়া, জল, পাশক্রীড়ক, নবনীত, বিত্ত, রহস্য, বীরতা, স্থায়ী।

হার —দ্বারবান্, গ্রহণ, বহন, মুক্তাদির মালা, যুদ্ধ, ভাগ, ভাজক, হারক, বাহক। [যাং] দর, নিয়ম।

আর—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ইয়ার্ —[ইং] বৎসর।

এয়ার্ —[ইং] উত্তরাধিকারী, বায়ু।

ওয়ার্ —[ইং] যুদ্ধ, লড়াই।

চেয়ার্ —[ইং] চেয়ার, বসিবার আসন বিং।

ডিয়ার্ —[ইং] প্রিয়, হরিণ।

দেয়ার্ —[ইং] সেখানে, তাহাদের।

নিয়ার্ —[ইং] নিকটে, কাছে।

স্পীয়ার্—[ইং] বর্শা, সড়কি।

বায়ার্ —[ইং] খরিদ্দার, ক্রেতা।

বেয়ার্ —[ইং] ভল্লুক, ভালুক।

মেয়ার্ —[ইং] ঘোটকী, ঘুড়ী।

হিয়ার্ —[ইং] এখানে, শ্রবণ করা।
হেয়ার্ —[ইং] খরগোশ, চুল।
বেকার্ —[ইং] রুটীওয়ালা।
ব্রোকার্ —[ইং] দালাল।
হকার্ —[ইং] পাইকাড়, ফড়িয়া।
ছুগার্ —[ইং] চিনি, শর্করা।
বেগার্ —[ইং] ভিক্ষুক।
ফিঙ্গার্ —[ইং] আঙ্গুল।
সিঙ্গার্ —[ইং] গায়ক, গাথক।
টিচার্ —[ইং] শিক্ষক, পণ্ডিত।
বুচার্ —[ইং] কসাই।
পিচ্চার্ —[ইং] ঘড়া, গাড়ু।
পিক্চার্—[ইং] ছবি, চিত্রপট।
লেক্চার্ —[ইং] বক্তৃতা।
ভল্চার্ —[ইং] শকুনী।
মিক্শ্চার্—[ইং] মিশ্র, আরক।
মেজার্ —[ইং] পরিমাণ।
অ্যান্ছার্—[ই] উত্তর করা, উত্তর।
ষ্ট্রেঞ্জার্ —[ইং] অপরিচিত ব্যক্তি, আগন্তুক।
চ্যাটার্ —[ইং] বানর, কপি, বক্ বক্ করা।
ডটার্ —[ইং] কন্যা, দুহিতা।
ডেটার —[ইং] দেনাদার, খাতক।

পটার্ —[ইং] কুম্ভকার, মুটে।
বাটার্ —[ইং] মাখন, ঘৃত।
লেটার্ —[ইং] চিঠী, পত্র।
পেণ্টার্ —[ইং] চিত্রকর।
প্রিণ্টার্ —[ইং] ছাপাকর।
আফ্টার্ —[ইং] পরে, পাছে।
র‍্যাফ্টার্ —[ইং] বরগা।
মর্টার্ —[ইং] হামামদিস্তা।
ছিষ্টার্ —[ইং] ভগিনী, বন্।
রিডার্ —[ইং] পাঠক।
ল্যাডার্ —[ইং] কাষ্ঠের সিঁড়ি।
প্লিডার্ —[ইং] উকীল।
ব্লাডার্ —[ইং] মূত্রাধার।
গ্যাণ্ডার্ —[ইং] রাজহংস।
থাণ্ডার্ —[ইং] বজ্র, অশনি।
অর্ডার্ —[ইং] আদেশ, হুকুম।
মার্ডার্ —[ইং] হত্যা, বধ।
শোল্ডার্ —[ইং] স্কন্ধ।
দিদার্ —[ইং] সেই দিকে।
ফাদার্ —[ইং] পিতা, জনক।
ফেদার্ —[ইং] পালক, পাখা।
ব্রাদার্ —[ইং] ভ্রাতা, ভাই।

মাদার্ —[ইং] মাতা, জননী।

হিদার্ —[ইং] এই দিকে।

ডিনার্ —(ইং) মধ্যাহ্ন ভোজন।

কপার্ —(ইং) তাম্র, তাঁবা।

ক্রীপার্ —[ইং] লতা, গুল্ম।

ছাপার্ —[ইং] সায়াহ্ন ভোজন।

পেপার্ —(প্যাপার) (ইং) কাগজ।

স্লিপার্ —[ইং] চটিজুতা।

ছোবার্—[ইং] ধীর।

জিবার্ —[ইং] বন মানুষ।

নেবার্ —[ইং] প্রতিবেশী।

রাবার্ —[ইং] রবার।

এভার্ —[ইং] চিরদিন।

নেভার্—[ইং] কখনওনা।

ফিভার্—[ইং] জ্বর।

লিভার্—[ইং] যকৃৎ।

ছিল্‌ভার্-[ইং] রৌপ্য, রূপা।

কুমার্ —[ধা] ক্রীড়া-সুকুমার, কুমার, কুমারিকা।

গ্রামার্—[ইং] ব্যাকরণ।

ছামার্—[ইং] গ্রীষ্মকাল।

ষ্টীমার্—[ইং] জাহাজ, জলযান বিং।

কলার্ —[কালার] [ইং] রং, বর্ণ।

ছেলার্—[ইং] নাবিক।

টেলার্—[ইং] দর্জ্জি।

ডীলার্—[ইং] ব্যবসায়ী।

পিলার্—[ইং] থাম।

রোলার্—[ইং] রুল।

গয়ার —[দেং] কণ্ঠোৎপাত শ্লেষ্মা, থুথু।

গোঙার—[দেং] অবিবেক, অতিরাগী, মূর্খ, মূঢ়।

পয়ার —[দেং] কবিতাবিং, ইহার প্রত্যেক পদে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে এবং দুই পদে মিল হয়, তৎ নিয়ম যথা—

পয়ারের নিয়মাদি করহ শ্রবণ।
সংক্ষেপেতে কহি তার কিছু বিবরণ॥
প্রথম শব্দেতে হ'লে চারিটী অক্ষর।
দ্বিতীয় শব্দেতে হবে চারি নিরন্তর॥
নতুবা দ্বিতীয় তিনে দুইটী করিয়া।
লিখিতে হইবে শব্দ অক্ষর গুণিয়া॥
প্রথমে অক্ষর যদি তিনটী হইবে।
দ্বিতীয়ে তিনটী তবে অবশ্য থাকিবে॥
প্রথমেতে যদি কভু দ্বি অক্ষর হয়।
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে তবে দুইটী নিশ্চয়॥
নতুবা একেতে দুই অপরেতে চারি।
পয়ার হইবে তবে বিধি অনুসারি॥

অন্যমত আর তবে শুন বিবরণ।
প্রথমে দ্বিতীয়ে দুই হইলে ঘটন॥
তৃতীয় চতুর্থে তবে দুইটী করিয়া।
তিনটী অক্ষরে কিম্বা রাখিয়ে পূরিয়া॥
অথবা তৃতীয় শব্দে হবে বর্ণ চারি।
পয়ারের এই ভেদ লইবে বিচারি॥

শূয়ার —[দেং] বরাহ, শূকর।
অকার —স্বর বর্ণের আদ্য অক্ষর (অ)
আকার—যাহা দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তিকে জানা যায়, আকৃতি, ইঙ্গিত, হৃদ্গত ভাব, চিহ্ন (আ)
ইকার —ইবর্ণ, (ই)
ঈকার —ঈবর্ণ, (ঈ)
উকার —উবর্ণ, (উ)
একার —এ বর্ণ, (এ)
চকার —চ বর্ণ।
জকার —'জ' এই বর্ণ।
টকার —ট বর্ণ।
ঠেকার —(দেং) গর্ব্ব, অহঙ্কার।
ডকার —ড বর্ণ।
থকার —থ বর্ণ।
ধাকার—কর্ম্মকার, কামার।
নকার —ন বর্ণ।

নিকার—অপকার, পরাভব, অনাদর, ধান্যাদির উৎপেক্ষণ

নীকার—ঘৃণা, অবজ্ঞা, ন্যক্কার।

নেকার—[দেং] বমন, বমি।

প্রকার—ভেদ, সাদৃশ্য, ধারা, রীতি, বিধা, রকম, মত।

বিকার—প্রকৃতির অন্যথা ভাব, বিকৃতি, রোগ, স্খলন।

বেকার—[যাং] কর্ম্ম রহিত।

ব্যাকার—বক্রতা, বৈকুল্য, ব্যাখ্যা।

ব্যোকার-লৌহকার, কামার।

ভকার—ভ বর্ণ।

মকার—ম অক্ষর, মৎস্য-মাংস-মদ্য-মুদ্রা-মৈথুন—৫।

শকার—মদ-মূর্খতা-অভিমান-বিশিষ্ট দুষ্কুল জাত এবং ঐশ্বর্য্যশালী রাজার রক্ষিতা স্ত্রীর ভ্রাতা, শ বর্ণ

সাকার—আকৃতি বিশিষ্ট, যাহার আকার আছে।

স্বীকার—প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার, গ্রহণ, বশীকরণ।

চুক্কার—সিংহ নাদ, সিংহগর্জ্জন।

ধিক্কার—অবজ্ঞা, ভৎর্সনা, নিন্দা, অবমাননা।

ন্যক্কার—অসম্মান, ঘৃণা, ধিক্কার, অবজ্ঞা, বমন।

বুক্কার—সিংহধ্বনি, সিংহের গর্জ্জন।

হক্কার—আহ্বান।

ওঙ্কার—প্রণব, ওঁ, আদ্য বীজ।

ঝঙ্কার—অলিগুঞ্জন, ঝন্‌ঝন্ শব্দ, অব্যক্ত ধ্বনি।

টঙ্কার—বিস্ময়, আশ্চর্য্য, প্রতিপত্তি, প্রসিদ্ধ জ্যাশব্দ।

পঙ্কার—শৈবাল, শেওলা, আলি, বাঁধ, সেতু, সোপান।
সঙ্কার—সম্মার্জ্জনী ক্ষিপ্ত ধূল্যাদি, অবস্করণ, মিশ্রণ, মিলন, বর্ণসঙ্কর জাতি বিং, পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের একত্রাবস্থান।
হিঙ্কার—ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল।
হুঙ্কার—হুঙ্কার শব্দ, বন্য বরাহ ধ্বনি, গর্জ্জিত।
হূঙ্কার—'হূম্' এই অবজ্ঞা সূচক শব্দ।
টিট্‌কার—(দেং) অবজ্ঞা বা ভর্ৎসনাসূচকবাক্য, উচ্চধ্বনি
উৎকার—ধান্যোৎক্ষেপণ, ধানের গাদা দেওয়া।
চিৎকার—(চীৎকার) উচ্চৈঃধ্বনি, চেঁচান।
থুৎকার—নিষ্ঠিবন ত্যাগ ক্রি, থুথু ফেলন।
ফুৎকার—(ফুৎকার) ফুঁ দেওয়া, ফুস্ ফুস্ শব্দ।
সৎকার—সম্মান, পূজা, মঙ্গল, শবদাহাদি কর্ম্ম, পুরস্কার
শীৎকার—[সীৎকার] স্ত্রীদিগের রতিকালীন অস্ফুটধ্বনি
সূৎকার—নাসিকা ধ্বনি, গর্জ্জন, অবজ্ঞা সূচক শব্দ।
পেস্কার—[যাং] প্রধান কর্ম্ম চারির নিম্ন পদ।
সংস্কার—পূর্ব্ব কর্ম্ম বাসনা, শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বাসনা, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মরণ বিশেষ, মনোবৃত্তি গুণ ত্রিবিধ বেগাখ্য-স্থিতিস্থাপক-ভাবনাখ্য সংস্কার, প্রতিযত্ন, অনুভব, মানস কর্ম্ম, শুদ্ধি, গুণ বিং, অদৃষ্টজনক কর্ম্ম, জাত কর্ম্মাদি যথা বিবাহ-গর্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাত

কর্ম্ম-নামকরণ-চূড়াকরণ-উপনয়ন-অন্নপ্রাশন-সমাবর্ত্তন=১০, ভূষিত করণ, শুদ্ধি, মেরামত, মার্জ্জন.ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, দীপ্তি করণ, প্রস্তুত কৃ, মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন, পাক, বেগ, প্রোক্ষণ, স্থিতিস্থাপক গুণ।

আক্ষার—পর গমন নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের অপবাদ।

অগার —(আগার) গৃহ, ঘর, বাসস্থান।

এগার —সংখ্যা বিং, (১১)

জোগার—উলুধ্বনি, হুলহুলি শব্দ।

নিগার—ভোজন, ভক্ষণ। (দেং) স্রোত্ত, শেষ।

পগার —[দেং] সেতু, আলি, বাঁধ, খানা।

বেগার —[দেং] বেতনহীন কর্ম্ম, অনর্থক শ্রম।

অঙ্গার —কয়লা, অলাত, হিতাবলী, মঙ্গলগ্রহ।

আঙ্গার—দগ্ধ কাষ্ঠ, কয়লা,আঙ্গার সমূহ,অঙ্গার রাশি।

শৃঙ্গার —রতিক্রীড়া, গজভূষণ, নাট্য, নাট্যরস, সিন্দুর, লবঙ্গ, সুগন্ধিচূর্ণ,আর্দ্রক, কাব্য রসের প্রধান রস-আদ্যরস,বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগ=২বিধ, রতি-স্থায়ীভাব,নায়ক নায়িকা-আলম্বন, চন্দ্র চন্দনাদি-উদ্দীপন, ভ্রূক্ষেপ কটাক্ষাদি-অনুভব, সম্ভোগ দশ প্রকার, যথা—(রসমঞ্জরী)

শৃঙ্গারের দুই ভেদ শুনহ প্রয়োগ।
প্রথমত বিপ্রলম্ভ দ্বিতীয় সম্ভোগ॥

[বিপ্রলম্ভ] বিপ্রলম্ভ চারি মত শুনহ প্রকাশ।
(৪প্রকার) পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্র্য প্রবাস॥
(পূর্ব্বরাগ)—অঙ্গ সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ॥
প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥
(মান)—যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য॥
অন্যার সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘু মান বাক্যে দূর হয়॥
অন্য নাম গুণ পতি যদি কাছে কয়।
তাহে জন্মে মধ্য মান পরীক্ষায় ক্ষয়॥
অন্য ভোগ চিহ্ন যদি দেখে পতি গায়।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায়॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ।
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ॥
প্রিয়বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম॥

সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শন সেই ক্রিয়া।
দান যাহে বস্ত্র মাল্য ভূষণাদি দিয়া॥
নতি সেই যাহে পায় ধর্যা নমস্কার।
ঔদাস্য প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার॥
রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের বিস্তার।
মান শান্তি চিহ্ন অশ্রুলোমাঞ্চ সীৎকার॥
অবশ্য এসব রূপে মানের বিনাশ।
অসাধ্য হইলে তারে বলি রসাভাস॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥
(প্রেমবৈচিত্র্য)—নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত।
ছলায় বিরহ হয় সে প্রেমবৈচিত্র্য॥
(প্রবাস)—প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর।
দশ দশা হয় তাহে বিষাদ প্রচুর॥
প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়াতে জাগরণ।
তৃতীয়াতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষীণতন॥
পঞ্চমে মলিন ষষ্ঠে প্রলাপ বিষাদ।
সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উন্মাদ॥
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ।
অনুভবে বুঝে লবে দেখিয়া লক্ষণ॥
[সম্ভোগের ভেদ ৪]—সম্ভোগের চারি ভেদ করিয়া বাখান।
সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান॥

পূর্ব্বরাগ পরে অল্প চুম্ব অল্প কোল।
সংক্ষিপ্ত সে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল॥
মানান্তে পুরুষ সঙ্গে মেলন যে হয়।
সঙ্কীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কয়॥
কিঞ্চিৎ প্রবাস পরে হয় যে মেলন।
সম্পূর্ণ তাহার নাম কহে কবিগণ॥
সুদূর প্রবাস পরে মেলন যে রস।
সে রস সমৃদ্ধিমান দম্পতী অবশ॥

(আলম্বন)—আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন।
এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক নায়িকা দুই তার বিনিময়॥
নানাবিধ অনুভাবে বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন॥

(উদ্দীপন)—গুণ স্মরা নাম লওয়া নিত্য রূপ দেখা।
গীত বাদ্য শুনা আর কর্ম্ম রেখা লেখা॥
সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক ভৃঙ্গ রব।
চন্দ্র আদি নানা মত উদ্দীপন সব॥

(বিভাবন)—ভাব হাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।
মধুরতা উদারতা প্রগল্‌ভতা ক্লান্তি॥
ধৈর্য্য লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি মৌগ্ধ ভ্রম।
কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত শ্রম॥

বিব্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার।
নানা মত অনুভব কত কব আর ॥

(প্রকার ১০)—দর্শন স্পর্শন কথা পথরোধ বাস।
বনখেলা জলখেলা গীত বাদ্য হাস ॥
লুক্কাওন মধুপান আদি নানা মত।
অনন্ত অনন্তভাব বিরচিব কত ॥

ভৃঙ্গার —স্বর্ণ নির্ম্মিত জল পাত্র বিং, লবঙ্গ, সুবর্ণ।

উদ্গার —উচ্চারণ, বমন, নিঃসরণ,মুখ দ্বারা বায়ু নির্গম

আঘার—ঘৃত, আজ্য, হোম।

আচার —আচরণ,নিয়ম,রীতি,পদ্ধতি,অম্ল,স্নানাচমনাদি

নাচার —(যাং) অসহায়, নিরুপায়।

প্রচার —চলন, প্রসিদ্ধি, গমন, প্রকাশ, আচরণ, ধারা,
ঘোষণা, গবাদি পালন, ব্যক্ত।

বিচার —বিবেচনা, তত্ত্ব নির্ণয়, যথার্থ নির্ণয়,নিষ্পত্তি।

উচ্চার —মল, বিষ্ঠা, উচ্চারণ।

কঞ্চার —সূর্য্য, দিবাকর।

সঞ্চার —গতি, বৃদ্ধি, সংক্রম, সেতু, পথ, বিস্তার, পথ
প্রদর্শন, উত্তেজন, চালন, সর্প মণি, কষ্ট ।।

বাজার—(দেং) ক্রয়বিক্রয় স্থান, হাট, জনতা।

বেজার —(দেং) অসন্তোষ, বিরক্ত।

হাজার —[যাং]সহস্র, দশশত।

কঞ্জার —মুনি, ব্রহ্মা।

মার্জ্জার—বিড়াল, খট্টাস, রাং চিতা, রক্ত চিত্রক।
মাঝার—[দেং] মধ্যস্থল, মধ্যভাগ।
কটার—নাগর, কামী, কাটারি।
কাটার—(দেং) ছোরা, ক্ষুদ্র খড়্গ।
কট্টার—কাটারি, ছোরা।
কুট্টার—পর্ব্বত, কম্বল, অনুরাগ, সুখ, শুদ্ধ, কেবল, রতি।
কোট্টার—কূপ, জলাশয়ের পাড়, দুর্গ, নাগর, পুর।
ভট্টার—মান্য, সম্ভ্রান্ত, পূজনীয়।
আঠার—সংখ্যা বিং. (১৮)
কুঠার—পরশু, কুড়ালি, বাইশ, টাঙ্গি।
কাণ্ডার—[দেং] তিরস্করণী, পর্দ্দা, মাজি, কর্ণধার।
গণ্ডার—স্বনাম প্রসিদ্ধ জন্তু বিং, গণ্ডক।
দণ্ডার—কুলাল চক্র, শকট বিং, বন্য হস্তী, মত্তহস্তী, ধনুক
পিণ্ডার—ক্ষপণক, গোপ, মহিষরক্ষক, দ্রুমবিং, ভিক্ষাভোজী
ভাণ্ডার—ধনাগার, ভাঁড়ার।
শুণ্ডার—শুঁড়ী, অপকৃষ্ট শুণ্ডা, জঘন্য মদ্য।
আতার—তরপণ্য, পারাণি পয়সা।
কাতার—(দেং) সাইর, শ্রেণীবদ্ধ।
ছাতার—(দেং) পক্ষী বিং।
ছুতার—(দেং) সূত্রধর।
ভাতার—(দেং) স্বামী, ভর্ত্তা, পতি।
শতার—বজ্র, অশনি।

সেতার —[সেতারা] (যাং) বাদ্য যন্ত্র বিং।
সাঁতার—(দেং) জলোপরি ভাসন সন্তরণ।
উত্তার —উচ্চ, উৎকৃষ্ট, মহৎ, উদ্গত, তারকনেত্রযুক্ত, বানর
চত্বার —চারি সংখ্যা (৪)
মোক্তার-(যাং) কার্য্যকারক, মোকদ্দমার তদারক কারক
কান্তার--দুর্গমপথ, বন, গহ্বর, কাজলী আক্, বাঁশ, পুষ্পবিং
নিস্তার—উপায়, উদ্ধার, পারহওন, সিদ্ধি, মুক্তি, বহির্গত।
প্রস্তার—পল্লবাদি রচিত শয্যা, তৃণ বন, বিস্তার।
বিস্তার—বিসরণ, বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, বিশালতা, ব্যাস, ওসার, চৌড়া, সমাসবাক্য, বিটপ, শাখা, গুচ্ছ
ব্যস্তার—হস্তিমদ প্রয়োগ।
পাঁথার—(দেং) জনশূন্য স্থান, বিস্তৃত মাঠ।
অস্থার —অগাধ, অতলস্পর্শ, গভীর।
উদার —দাতা, মহাত্মা, উৎকৃষ্ট, গম্ভীর, সরল, মহৎ, উচ্চ।
কেদার—শিব, পর্ব্বত, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের আলি।
কৈদার—ক্ষেত্র সমূহ, শালিধান্য, মাঠ।
গুদার —[গুদারঘাট] (যাং) খেয়া ঘাট।
চেদার —জ্যেষ্ঠিক, জ্যেঠী।
পদার —নৌকা, পদধূলি, চরণ রজঃ।
বিদার —ভেদকরণ, জলোচ্ছাস, ফণীমনসা বৃক্ষ, ধাতু বিং
বেদার —কৃকলাস, কাঁকলাস।
ভূদার —বরাহ, শূকর।

সাদার —[দেং] মন্দার বৃক্ষ। (যাং) পীর বিং (ইং)মাতা

সদার —সস্ত্রীক, স্ত্রী সহিত।

পোদ্দার—[যাং] বণিক্, বেণে।

দিক্‌দার—[যাং] দুঃখ জনক, ক্লেশ দায়ক।

বৃন্দার —মনোজ্ঞ, সুন্দর, প্রীতিকর, খ্যাত, যশস্বী।

মন্দার —স্বর্গীয় দেবদারু-অর্কবৃক্ষ, ধূর্ত্ত, তীর্থ বিং,হস্ত।

সর্দ্দার —(যাং) প্রধান পেয়াদা, পাইকের প্রধান।

আধার—পাত্র,আলম্ব,আশ্রয়,ক্ষুদ্র নদী, বাঁধ, আলবাল

আঁধার—(দেং) তিমির, তমঃ।

গোধার—গোসাপের বাচ্ছা।

উদ্ধার —উত্তোলন, মোচন, পরিত্রাণ, ঋণ, কুসীদ শূন্য ঋণ, অংশ, উনন, আকা, অধিক ভাগ।

গন্ধার —দেশ বিং, গান্ধার, সিন্দূর,স্বর বিং।

গান্ধার—দেশ বিং, স্বর বিং, রাগ বিং,সিন্দূর,গন্ধক।

নির্দ্ধার —স্বজাতিয়ের প্রাধান্য স্থাপন, নির্ণয়, কর্জ্জশূন্য, অতীক্ষ্ণ, নিশ্চয়, অক্ষম, ভোঁতা।

কেনার—কুষ্ঠি নরক, মস্তক,কপোল, সন্ধিস্থান,মন্দির।

ছিনার—[ছিনাল] (দেং) ভ্রষ্টা স্ত্রী, কুলটা।

দীনার—যাহা দরিদ্রদিগকে দেওয়া যায়, স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণ ভূষণ,লৌকিক,সুবর্ণকর্ষ ২, ৩২রতিপরিমিতস্বর্ণ

দৈনার—দীনার পরিমিত, স্বর্ণ মুদ্রা সম্বন্ধীয়।

সুনার —কুক্কুরীর স্তন দুগ্ধ, সাপের ডিম,চড়ুইপাখী।

অপার --পারহীন, অকুল, অসীম, নদ্যাদির অপর তীর।

কুপার --সমুদ্র, জলধি, সাগর।

বেপার —[দেং] ক্রয় বিক্রয় লভ্য।

ব্যাপার-ক্রিয়া, কর্ম্ম, ব্যবসায়, অনুশীলন, অভ্যাস, নিয়োগ

র‍্যাপার—[ইং] শীতবস্ত্র বিশেষ।

কম্পার—বায়ু, বাতাস।

বিস্কার —[বিস্ফার] টঙ্কার ধ্বনি, কম্প, স্ফূর্ত্তি।

অবার —[দেং] পূর্ব্বপার, আদিতীর, অপরতীর, অবারণীয়

আবার —[দেং] পুনর্ব্বার, পুনরায়।

এবার --[দেং] এ সময়, এখন।

কাবার —শৈবাল, শেওলা [যাং] শেষ, সম্পূর্ন।

খাবার —(দেং) খাদ্য দ্রব্য।

গুবার —[যাং] দৈব দুর্য্যোগ, মেঘাগম।

নিবার —নিবারণ, প্রতিবন্ধক, প্রতি রোধ।

নীবার —তৃণ ধান্য, উড়ি ধান।

প্রবার —উত্তরীয় বস্ত্র, গোত্র, প্রবর, বস্ত্র।

দুর্ব্বার —যাহা বারণ করা যায়না, অনিবার, অনিবার্য্য।

আমার —[দেং] নিজ, স্বীয়।

কামার —[দেং] জাতি বিং, লৌহকার।

কুমার —যুবরাজ, কার্ত্তিকেয়, ৫ বর্ষীয়বালক, পুত্র, সিন্ধুনদ, কুম্ভকার, খাঁটিসোনা, বৃক্ষবিং, কাব্য গ্রন্থবিং

কৌমার—বাল্যকাল, অবিবাহিত অবস্থা।

খামার —(দেং) শস্য প্রাঙ্গণ, শস্য মর্দ্দন স্থান।

চামার —(দেং) পাদুকা নির্ম্মাতা, অতি হীন জাতি।

তুমার —(সুমার)(যাং) উশুলী করের মোকাবিলা করণ

তোমার—(দেং) ত্বদীয়, তব। গুমার-(যাং) অহঙ্কার।

বিমার —(যাং)রোগ, পীড়া।

কর্ম্মার —কামার, কামরাঙ্গার গাছ,বাঁশবিং,বেউড় বাঁশ

চর্ম্মার —চামার, মুচি।

করার —(যাং) প্রতিজ্ঞা, নিয়ম, কবুল।

মরার —শস্য রক্ষণ স্থান, মরাই।

কড়ার —পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট, দাস; [দেং] নিরূপিত সময়

ভাঁড়ার—[দেং] ধনাগার, কোষ।

অলার —কবাট।

ফলার —[ফলাহার] (দেং) দধি-চিড়া-লুচ্যাদি ভক্ষণ।

শালার —হস্তীর নখ, সিঁড়ি, পাখীর খাঁচা, পিঞ্জর।

সালার —নাগদন্ত, ভিত্তিস্থ কীলক, ডাণ্ডা, গোঁজ।

মল্লার —ষট্‌রাগান্তর্গত দ্বিতীয় রাগ।

অসার —এরণ্ড বৃক্ষ, সার রহিত, স্থিরাংশ হীন, মহত্ত্ব রহিত, অপদার্থ, দুর্ব্বল, অপকৃষ্ট।

আসার—জলকণা, ধারাসম্পাত, বৃষ্টিপাত, অনুগতি, শত্রুকে বেষ্টন, প্রবেশ, সৈন্যের প্রসরণ।

ওসার —(দেং) পরিসর, প্রস্থ, চৌড়া।

কাসার—সরোবর,পদ্মযুক্ত বা পদ্মহীনজলাশয়, পুষ্করিণী

গ্রোসার—(ইং) মুদী, পসারি।

তুষার —নীহার, হিম, জলকণা, গুড়নিবৃষ্টি, বরফ, দেশ বিং, শৈত্য, শীতল, কুজ্ঝটিকাময়, কর্পূর বিং

তৌষার—নীহার, তুষার জল, শৈত্য।

নীশার —বায়ু ইত্যাদি নিবারক বস্ত্র—মশারি, পর্দ্দাদি।

নিঃসার—বলহীন, রসহীন, নিস্তেজ, নির্গম পথ।

প্রসার —ওসার, বিস্তার, প্রকরণ, নির্গমন, ইতস্ততঃ গমন, ভক্ষদ্রব্যাদি লুণ্ঠন, তৃণকাষ্ঠাদির প্রবেশ।

বিষার —সর্প, চক্ষুঃশ্রবা, উরগ, খল, বিষধর।

বিসার—মৎস্য, বিস্তার, প্রবাহ, বিসর্প।

মসার —ইন্দ্রনীল মণি, মণি বিং।

সুসার —[যাং] লক্ষ্মীবস্ত, উত্তম সারযুক্ত।

সংসার—জগৎ, মর্ত্ত্যলোক, মায়া জন্য বাসনা, পরিবার

সৎসার—কবি, চিত্রকর, বৃক্ষ বিং।

আহার—ভোজন, বহন, আহরণ, ভক্ষ্য বস্তু।

কাহার—[দেং] কার, যানবাহক জাতি বিং, বেহারা।

নীহার —হিম, বরফ, তুষার, কুজ্ঝটিকা।

প্রহার —মারণ, আঘাত, যুদ্ধ।

বাহার —[যাং] সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠব, বসন্ত কাল।

ব্যাহার—কথন, উক্তি, ভাষণ, জল্পন।

বিহার —[বীহার] ক্রীড়া, ভ্রমণ, বিহার স্থান, বিক্ষেপ, বৌদ্ধ দিগের মঠ, স্কন্ধ, পক্ষি বিং।

বেহার —স্বনাম প্রসিদ্ধ দেশ।
সহার —আম্র বৃক্ষ, মহাপ্রলয়।
সংহার —প্রলয়, ধ্বংস, বিনাশ, নরক বিং, সংগ্রহ, সঙ্কোচ, সংক্ষেপ, ভৈরব বিং, বধ।
নির্হার —বাহির করণ, অগ্নিদাহ, শল্যাদির উৎপাটন, শবদাহ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ, সম্পত্তি, মলমূত্রাদিত্যাগ, নিঃসারণ, শবাদি বহির্নয়ন, দাহ, দূরস্থ সুগন্ধ।
কহ্লার —শ্বেতোৎপল, সুঁদি।

আর—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

ফ্লাউয়ার্ —[ইং] ময়দা, আটা, গোধূম চূর্ণ।
আওয়ার্ —[ইং] ঘণ্টা, আমাদিগের।
ফ্লাওয়ার্ —[ইং] ফুল, পুষ্প।
ব্রেজিয়ার্ --[ইং] কাঁসারি।
আম্পায়ার্—(এম্পারার্) [ইং] রাজা, সম্রাট, নৃপতি।
শুমেকার্ —[ইং] জুতানির্ম্মেতা, চামার।
টাইগার্ —[ইং] ব্যাঘ্র, বাঘ।
রিংফিঙ্গার্—[ইং] অনামিকা, অঙ্গুলি বিং।
ছোলজার্ --[ইং] সেনা, সৈন্য।
ভিলেজার্ —[ইং] গ্রামবাসী, বাসেন্দা।
ওয়াটার্ --[ইং] জল, সলিল।
টুইটার —[ইং] চাতক, পক্ষি বিং।
রাইটার্ —[ইং] লেখক, কেরাণী।

ক্রেডিটার্ —[ইং] মহাজন, ঋণ দাতা।

জুপিটার্ —[ইং] বৃহস্পতি, গুরু।

র‍্যাফটার্ —[ইং] বরগা, তীর।

ওয়েচ্টার্ —[ইং] ঝিনুক।

ষ্টেপ্‌ডটার্—[ইং] সপত্নী কন্যা, সতীন ঝি।

উইন্টার্ —[ইং] শীতকাল।

ডে আফ্টার্-[ইং] আগামী পরশ্ব।

মিনিষ্টার্ —[ইং] সচীব, মন্ত্রী।

লবষ্টার্ —[ইং] বড় চিঙ্গড়ী মাছ।

স্পাইডার্ —[ইং] মাকড়সা।

পাউডার্ — [ইং] গুঁড়া, চূর্ণ।

ছোলডার্ —[ইং] স্কন্ধ, কাঁধ।

হুইদার্ —[ইং] কোনদিকে, কোথায়।

ষ্টেপ্‌ব্রাদার্-[ইং] বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

ষ্টেপ্‌মাদার্--[ইং] বিমাতা।

পার্টনার্ —[ইং] অংশীদার, বখ্‌রাদার।

গার্ডনার্ —[ইং] মালী, মালাকার।

লিমনার্ --[ইং] চিত্রকর।

ফরেনার্ —[ইং] বিদেশী।

লংপিপার্ —[ইং] পিঁপুল।

গ্র্যাচ্‌হপার্--[ইং] ফড়িঙ্গ, পতঙ্গ।

ছলফার্ —[ইং] গন্ধক।

বারবার্ —[ইং] নাপিত, ক্ষৌরকার।

উইভার্ —[ইং] তাঁতি, তন্তুবায়।

কাষ্টোমার্—[ইং] ক্রেতা, খরিদার।

লেবারার্—[ইং] মজুর, কুলী।

জুয়েলার্ —[ইং] জহুরী।

ব্যচিলার্—[ইং] অবিবাহিত পুরুষ।

ডিষ্টিলার্ —[ইং] শুঁড়ী, সুরা বিক্রেতা।

পেডলার্ —[ইং] ফেরিওয়ালা, ফড়িয়া।

কবলার্ —[ইং] মুচী, চামার।

সিমিলার্—[ইং] সদৃশ, তুল্য।

কিংফিসার্—[ইং] মাছরাঙ্গা।

হাতিয়ার —[দেং] অস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ বিং।

হুশিয়ার --মনোযোগী, চতুর, বিজ্ঞ।

ক্রিয়াকার—নূতন ছাত্র, কর্ম্মকর্ত্তা।

দ্বিককার —কোক, কাক, (দুই ককারযুক্ত নাম)

একাকার —তুল্যাকৃতি, একাকৃতি, এক সমান।

ভক্ষকার —খাদ্যদ্রব্য কারক বা বিক্রেতা-ময়রা।

শঙ্খকার --শাঁখারি, শঙ্খ ব্যবসায়ী, বর্ণসঙ্কর জাতি বিং

অঙ্গীকার—প্রতিজ্ঞা, স্বীকার, সম্মতি, অভ্যুপগম।

আজকার—শিবের ষাঁড়, মহাদেবের বৃষ (দেং) অন্ধকার

পটকার --তাঁতি, চিত্রকর, পটুয়া।

চাটুকার —প্রিয়ভাষী, খোসামুদিয়া।

কাণ্ডকার--গুবাক, সুপারি।

অণ্ডাকার—অণ্ডাকৃতি, বাদামিয়া, ডিম্বাকার।

দ্যূতকার—পাশকাদি ক্রীড়ক, জুয়াড়ি।

প্রতিকার--[প্রতীকার] বৈরনির্য্যাতন, শত্রুতা সাধন, প্রতিফল, উপায়, চিকিৎসা, উপশম, পরিশোধ

প্রত্যাকার--খড়্গের খাপ, কোষ।

চিত্রকার—যে ছবি লেখে-পটুয়া, বর্ণসঙ্কর-জাতি বিং।

হন্তকার--অতিথিকে দেয় তণ্ডুল-কি ষোড়শ গ্রাস।

রথকার--রথ নির্ম্মাণ কর্ত্তা, ছুতার।

গ্রন্থকার—যে গ্রন্থ রচনা করে-গ্রন্থকর্ত্তা।

কদাকার—যাহার আকার অতি কদর্য্য-বিশ্রী, কুরূপ।

হ্রদাকার—অশনি, বজ্র, কুলিশ।

অদ্যকার—অদ্যতন, এই দিনের।

পদ্মকার—সূর্য্য, দিবাকর।

মদ্রকার--ক্ষেমঙ্কর, শুভকর, মঙ্গলকারক।

বন্দীকার—সিঁদেল চোর, বন্দিগ্রাহ।

অধিকার—[অধীকার] স্বামিত্ব, স্বত্ব, শাসন, উদ্দেশ, আরম্ভ, বশীভূত স্থানাদি, পদ, আয়ত্ততা, রাজাদের ছত্রচামরাদিধারণ, স্বীকার, নিয়োগ, প্রকরণ, পূর্ব্ব সূত্রস্থ পদের পর সূত্রে উপস্থিতি।

স্বাধিকার—নিজ অধিকার, নিজ কর্ত্তব্য।

অন্ধকার—তিমির, তমঃ, প্রকাশাভাব।

গণকার —ভীমসেন, গণক।
গুণকার —উপকারক, উপকারী, সংখ্যা বৃদ্ধি, ভীমসেন
মণিকার —মণি পরীক্ষক, জহরী, ন্যায় গ্রন্থকার বিং।
অনুকার —প্রতিরূপকরণ, নকল করা, তুল্যতা।
চূর্ণকার —যে চূণের ব্যবসা করে=চূণারী।
পর্ণকার —বারুই।
স্বর্ণকার —[হেমকার] সেকরা জাতি।
কর্ণিকার —বৃক্ষ বিং, পুষ্প বিং।
অপকার —শত্রুতা, অনিষ্ট, হানি, ক্ষতি, অত্যাচার।
উপকার —অনুগ্রহ, আনুকুল্য, সাহায্য, ফল, প্রয়োজন, উপকৃতি, উপকরণ, সুবিধা, প্রস্ফুটিতপুষ্পাদি
শূপকার —শূদ্রের পাচক—রন্ধন কর্ত্তা।
সূপকার —পাচক, রন্ধনকারী।
বিপ্রকার —অপকার, অনিষ্ট, উপদ্রব, তিরস্কার, ভৎর্সনা
শিল্পকার —শিল্পী, কারিকর, মিস্ত্রী।
অবিকার —বিকৃতি শূন্য, প্রকৃত, ঠিক, অবিকল।
নির্ব্বিকার —বিকার শূন্য, অবিকৃত।
কুম্ভকার —জাতি বিং, কুমার, কুক্কুভ পাখী।
কামকার —যথেচ্ছাচার, ইচ্ছার গতি।
কিমাকার —কি আকারের, কিরূপ, অসাধারণ, ভয়ঙ্কর।
তাম্রকার —কাঁসারী।
কর্ম্মকার —ভৃত্য, লোহকার, কামার, বৃষ।

চর্ম্মকার —চামার, মুচি।
দরকার —(যাং) প্রয়োজন, আবশ্যকতা।
সরকার —(যাং) সংসার, কার্য্যকারক।
নিরাকার—আকাশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পরমেশ্বর,স্বর্গ,
তিরস্কার, আকার শূন্য, নিরবয়ব, অমূর্ত্ত।
তৈলকার —তেলি, কলু।
মূলকার —মূল গ্রন্থকর্ত্তা, বানিকারক।
মালাকার—জাতি বিং, মাল্যকার, পুষ্পজীবী।
কলিকার —ধূন্যাট পক্ষী,পীত মস্তক পক্ষী,পূতিকরঞ্জ।
খলীকার —অনিষ্ট, মন্দ, ক্ষতি, অপকার, বিপদ।
কোশকার—(কোষকার) গুটিপোকা,ইক্ষু, অভিধান কর্ত্তা
কংসকার —কাংস্যবণিক্, কাঁসারী।
অস্বীকার —অনঙ্গীকার, গ্রহণ না করা।
কাংস্যকার-যে কাংস্য ধাতু নির্ম্মাণ করে=কাঁসারী।
ভাষ্যকার—পাতঞ্জলি মুনি, মহাভাষ্য টীকা লেখক।
ভস্মকার —রজক, ধোপা।
লোহকার—(লৌহকার) কর্ম্মকার, কামার।
সহকার —আম্র বৃক্ষ, আম্রপল্লব,সহায়তা,সাহায্য।
হাহাকার—শোক ধ্বনি, কাতরতা জন্য কলরব।
ভক্ষঙ্কার —খাদ্যদ্রব্য কারক বা বিক্রেতা=ময়রা।
সত্যঙ্কার —কার্য্যার্থে পর হস্তে দীয়মান বস্তু বা ব্যক্তি,
বায়না, 'অবশ্য করিব বলিয়া' স্বীকার।

অলঙ্কার —ভূষণ, আভরণ, ভূষিতকরণ, উপমা-রূপক-প্রভৃতি, শব্দ ও অর্থের ভূষণ, গহনা।

অহঙ্কার —আপনাকে বড় জ্ঞান করা, গর্ব্ব।

সাহঙ্কার —অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত, দাম্ভিক।

বষট্‌কার —দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, হোম

শকৃৎকার —মলত্যাগ কারক।

সাক্ষাৎকার-প্রত্যক্ষ করা, দেখা করা।

গণৎকার —(দেং) জ্যোতির্ব্বেত্তা, দৈবজ্ঞ, গণক।

ঝণৎকার —তৈজসাদিতে আঘাত জনিত শব্দ।

চমৎকার —আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চিত্তবিস্তার, আপাংগাছ।

বলাৎকার—জোর করা, দণ্ড দান, প্রভব, দৌরাত্ম্য, বল পূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ।

অয়স্কার —কামার, লৌহকার।

মনস্কার —মনের মধ্যে সুখ দুঃখাদি বোধ, চিত্তভোগ

উপস্কার —ব্যঞ্জনের মসলা, অপবাদ, তিরস্কার।

আবিষ্কার—নূতন প্রকাশ, ব্যক্ত করা, পরিতাপ।

সাবিষ্কার —অহঙ্কারী, গর্ব্বিত।

নমস্কার —প্রণাম, নতি করণ, বিম বিং।

তিরস্কার —অনাদর, অবজ্ঞা, গোপন, আচ্ছাদন, কঞ্চুক।

পুরস্কার —সাধুবাদ, সম্মান, পূজা, আদর, প্রতিফল, পারিতোষিক, অভিশাপ, অরিগ্রহণ, স্বীকার, বহুমান, প্রথমে বা সম্মুখে করা, আক্রমণ।

পরিষ্কার —[পরিষ্কার] নির্ম্মলতা, সজ্জা, ভূষণ, শোভা, অলঙ্কার, সংস্কার, শুদ্ধি, স্পষ্ট, স্বচ্ছ।
কুসংস্কার —বিপরীত সংস্কার।
ছারখার —(দেং) ভস্মসাৎ, সর্ব্বনাশ, উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট।
যবক্ষার —ক্ষার বিং, সোরা।
পলঙ্কার —রক্ত, শোণিত।
ব্রীহ্যাগার—ধান্যগৃহ, কুসূল।
কূটাগার —প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ, স্ত্রীদের ক্রীড়াগৃহ।
মুক্তাগার —যে শুক্তিতে মুক্তা উৎপন্ন হয়, ঝিনুক, শুক্তি
অস্ত্রাগার —যে গৃহে অস্ত্র থাকে।
অনগার —তপস্বী, ঈশ্বরোপাসক, নিরালয়, গৃহ শূন্য।
অগ্ন্যাগার —অগ্নি শরণ, যজ্ঞ মন্দির।
গুনাগার —[গুনাহগার] (যাং) মূল্য দণ্ড, লোকসান।
গর্ভাগার —বাস গৃহ, অন্তর্গৃহ, প্রসব গৃহ, আঁতুড়।
কারাগার —বন্ধনস্থান, বন্ধনালয়।
কুলাঙ্গার —যে কুল মলিন করে=কুপুত্র।
অভিঘার —হোম, হবনীয় দ্রব্য, ঘৃত, সেচন।
সুখচার —উৎকৃষ্ট অশ্ব, সুন্দর ঘোটক।
যোগাচার—বৌদ্ধ পণ্ডিত বিং।
শিষ্টাচার —ভদ্রতা, সাধু ব্যবহার।
অতিচার —গ্রহগণের রাশ্যান্তরে গমন, অতিশয় গমন।
শিতিচার —সুষুণী শাক।

অত্যাচার —অনুচিত আচরণ, কুব্যবহার, আচার ভ্রষ্ট
কদাচার —কুৎসিত আচরণ, কদাচারী, আচার ভ্রষ্ট
সদাচার —উত্তমাচার, সাধুর আচার, সদ্ব্যবহার।
দধিচার —দধিমন্থন দণ্ড, ঘোল মওয়া যষ্টি।
অনাচার —অশুচি, কদাচার, আচরণহীন।
জনাচার —[লোকাচার] সদাচার, সভ্যজনোচিতাচার
অপচার —স্বধর্ম্ম ব্যতিক্রম, অহিতাচরণ, অজীর্ণরোগ
উপচার —রোগ প্রতীকার, সেবা, সম্মান, উপকরণ. ছল, উপক্রম. উৎকোচ. আরোপ, ব্যবহার
গোপ্রচার—যে স্থানে গরু চরে=গোচর।
অবিচার —অন্যায় বিচার, অত্যাচার।
সুবিচার —সূক্ষ্ম বিচার, উত্তমরূপে মীমাংসা।
অভিচার —পরহিংসা, হিংসাকর্ম্ম, মারণ, উচ্চাটন, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ, উপপাতক বিং।
ব্যভিচার—কুক্রিয়া, কদাচার. স্খলন, অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি
কামচার —যথেচ্ছাচার, আপন. ইচ্ছায় চলা।
বামাচার —তন্ত্রশাস্ত্রোক্তমাংসাদিসেবনরূপ আচারবিং
সমাচার —উত্তম আচরণ। (দেং) সংবাদ, খবর।
দুরাচার —বিরুদ্ধাচার, কুব্যবহার, কুনীতি, দুর্ব্বৃত্ত।
নিরাচার—অনাচার, আচার ভ্রষ্ট।
কুলাচার —কুলধর্ম্ম, কুলের নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম।
দেশাচার —দেশের রীতি, দেশ ব্যবহার।

পশ্বাচার —তন্ত্র বিরুদ্ধ আচার, উপবাস পূর্ব্বক হোমাদি-সৎকর্ম্মানুষ্ঠান, পশুর আচার।

সমুচ্চার —সম্যক্ উচ্চারণ, পরিত্যাগ।

দুরুচ্চার --যাহা উচ্চারণের অযোগ্য=অশ্লীল।

সহস্রার --তন্ত্রোক্ত শিরোমধ্যস্থ সুষুম্না নাড়ী স্থিত সহস্রদল পদ্ম-যাহাতে পরমাত্মা অবস্থিত

অগ্নিজার —ঔষধি বৃক্ষ বিং।

গোলজার —(যাং) সুশোভিত করণ।

শকটার —নন্দ রাজার মন্ত্রী।

কৃষ্ণতার —হরিণ, কুরঙ্গ।

অবতার —উৎপত্তি, আরোহণ, নামা, তীর্থ, ঘাট, স্বর্গাদি হইতে মর্ত্ত্যে দেবাদির আবির্ভাব, যেমন বিষ্ণুর দশ অবতার—মৎস্য-কুর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-পরশুরাম-রাম চন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণ বা বলরাম-বুদ্ধ-কল্কী=১০।

হেমতার --তুথ, তুঁতিয়া।

অবস্তার —যবনিকা, পর্দ্দা, আস্তরণ।

সভাস্তার --সভ্য, সামাজিক, বিজ্ঞ, সভাসদ।

হকদার —(যাং) প্রকৃত অধিকারী, মালিক।

চৌকিদার—(যাং) প্রহরী, নগরপাল।

কৃতদার —যে ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করিয়াছে-বিবাহিত

দেনাদার --[দেনদার] (যাং) ঋণী, খাতক।

অনুদার —অসাধু, অসৎ, ক্ষুদ্র, নীচাশয়, সস্ত্রীক।
তল্পিদার —(দেং) ভারবাহী, ভারী।
দফাদার —(যাং) সরদার, কুলীর সরদার।
কোবিদার—রক্তকাঞ্চন, মন্দার, পারিজাত।
জমাদার —(যাং) প্রধান রক্ষক।
জমীদার —(যাং) ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী।
পরদার —পরস্ত্রী, পর ভার্য্যা। (দেং) মৈথুন।
ডিহিদার —(যাং) গ্রাম্য মণ্ডল স্বরূপ কর্ম্মচারী।
পক্ষদ্বার —পার্শ্ব দ্বার, খিড়কী দ্বার।
নবদ্বার —২কর্ণ-২চক্ষু-২নাসা-মুখ-পায়ু-উপস্থ=৯, দেহ
পুরদ্বার —নগর দ্বার, গোপুর, সদর দরজা।
হরিদ্বার —বৈকুণ্ঠ যাইবার পথ, হিমালয় প্রস্থস্থ নগর, গঙ্গার উৎপত্তিস্থান, তীর্থ বিং।
সিংহদ্বার—সিংহ মূর্ত্তি চিহ্ন-প্রবেশ দ্বার, সিংহ দরজা।
শকৃদ্দ্বার —মলদ্বার, অপান দেশ, গুদ, পায়ু।
অন্তর্দ্বার —গৃহের অভ্যন্তর দ্বার, খিড়কি।
শিখাধার—ময়ূর, শিখী, বর্হি।
সুখাধার —স্বর্গ, সুখের স্থান।
শতধার —বজ্র, অশনি, শত ধারা বিশিষ্ট।
ছত্রধার —যে ছাতি ধারণ করে=ছাতিধরা।
সূত্রধার —নাট্য প্রস্তাবক, প্রধান নট, ইন্দ্র, ছুতার।
রক্তাধার —গাত্রাবরক চর্ম্ম, ত্বক্।

সুধাধার —চন্দ্র।
কর্ণধার —নাবিক, কাণ্ডারি, মাজি, মন্ত্রদাতা গুরু।
জীবাধার —জগৎ, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, দেহ, হৃদয়।
দ্রবাধার —চুলুক, আখা, উনান।
যমধার —উভয় পার্শ্বে ধারযুক্ত অস্ত্রাদি.কিরীচাদি।
ক্ষুরধার —নরক বিশেষ, অস্ত্রাদির ধারবিং।
নিরাধার —আধার শূন্য, আশ্রয় রহিত, নিরালম্ব।
জলাধার —জলাশয়, সমুদ্র, জলপাত্র, জলস্থিত।
তুলাধার —বাণিজ্যকারী,তুলারাশি,কিরণ,তুলাদণ্ডরজ্জু
মূলাধার —গুহ্য ও লিঙ্গের দুই অঙ্গুলি স্থান, নিদান।
রসাধার —রসের আধার, দিবাকর, সূর্য্য।
অসিধার —অস্ত্র মার্জ্জন,শিকলকার, যে অস্ত্র ধারদেয়
আসিধার —যুবা ও যুবতীর একত্র অবস্থান রূপ ব্রত।
মস্যাধার —দোয়াত, মসিধান।
গ্রহাধার —ধ্রুব তারা, তারা।
বহুধার —অশনি, বজ্র, কুলিশ।
পঙ্কোদ্ধার—পঙ্ক উত্তোলন ক্র, গোলমাল পরিষ্কার।
কোট্যুদ্ধার—(দেং) মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, প্রতিজ্ঞা পালন।
জীর্ণোদ্ধার—জীর্ণ সংস্কার, মেরামত।
পরুদ্ধার —অশ্ব, ঘোটক, তুরগ।
বৈরোদ্ধার—বৈরনির্য্যাতন, বৈরশুদ্ধি।
শল্যোদ্ধার—অস্থি ও বাণাদি উৎপাটন।

অকূপার —কূর্ম্ম রাজ, পর্ব্বত, পাষাণ, সমুদ্র।
পারাপার —(পারাবার) সমুদ্র, নদ্যাদির তটদ্বয়।
আড়পার —নদীর অপর তট।
রায়বার —(যাং) দরবারে প্রধান, সভায় বক্তৃতা।
শুক্রবার —শুক্রগ্রহের ভোগ্য দিন, সপ্তাহের ৫ম দিন
মাস্কাবার —(যাং) মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব,মাসশেষ
এতবার —(যাং) রবিবার।
ইন্দিবার —[ইন্দীবার] নীলপদ্ম, নীলোৎপল।
সিন্দুবার —নিসিন্দা গাছ।
বুধবার —বুধগ্রহের বাসর, সপ্তাহের চতুর্থ দিবস।
মধুবার —অবিশ্রান্ত মদ্যপান।
স্কন্ধাবার —সেনা বিং, তাম্বু, রাজধানী, কটক।
সিন্ধুবার —নিসিন্দা গাছ, সিন্ধুদেশীয় অশ্ব,ক্ষুদ্রবৃক্ষ বিং
বাণবার —[তনুবার] বর্ম্ম, সাঁজোয়া, কবচ।
অনিবার —অনিবার্য্য, অবিরত, সর্ব্বদা।
শনিবার —শনিভোগ্য বাসর দিন, বার বিং।
অনুবার —বার ২, পুনঃ পুনঃ।
দুর্নিবার —যাহা বহু কষ্টে নিবারণ করা যায়, অদম্য।
সোমবার —চন্দ্রের বাসর, সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন।
কারবার —(যাং) ব্যবসায়, কর্ম্ম।
তরবার —[তলবার] খড়্গ, তরওয়াল, অসি, কৃপাণ।
দরবার —(যাং) বিচার স্থান।

পরিবার —[পরীবার] স্বজন, স্ত্রী পুত্রাদি, পরিজন, খড়্গের খাপ, পরিচ্ছদ, আকার।

কুলবার —মঙ্গল ও শুক্রবার।

বেশবার —[বেসবার] হিঙ্গু, আদ্র্ক, মরীচ, জীরক, ধন্যাক, হরিদ্রা, বাট্না, ব্যঞ্জন বিং।

বেশ্যাবার—বেশ্যা সমূহ, বেশ্যা গণ।

অশ্ববার —অশ্বারোহী, ঘোড় সওয়ার।

বাহুবার —বৃক্ষ বিং, শ্লেষ্মা নাশক বৃক্ষ।

উদভার —মেঘ, জল বাহক।

হয়মার —করবীর বৃক্ষ।

সুকুমার —অতি মৃদু-বালক, ইক্ষু-শস্য বিং, চাঁপাফুল।

পঞ্চমার —বলদেবের পুত্র।

গন্ধমার —নাগদোনা গাছ, তিক্তরস দ্রব্য বিং।

ধুন্ধুমার —নৃপ, ইন্দ্রগোপকীট, কোলাহল, ঝুল, ধূম, জেঠী

বেশুমার —(যাং) সংখ্যা রহিত, অসংখ্য।

শিশুমার —জল জন্তু বিং, তারকচক্র বিং, শুশুক।

অহিমার —অহিলতা, নাগবল্লী লতা।

একরার —(যাং) প্রতিজ্ঞা, কবুল।

তকরার —(যাং) অনুবাদ, পুনরুক্তি, হুজ্জৎ।

ত্বকসার —বংশ, বাঁশ, দারুচিনী, তেজপাতা, শোণবৃক্ষ

করম্ভসার —দধি মিশ্রিত শক্তু।

ইক্ষুসার —এক্ষো গুড়, খাঁড়, চিনী।

যোগসার — সর্ব্বরোগ নাশক অমোঘ উপায়।

অগ্রসার —অগ্রগামী, অগ্রগ, পুরঃসর।

পিঙ্গসার —হরিতাল।

যজ্ঞসার —যজ্ঞ ডুম্বুর গাছ।

মেঘসার —কর্পূর বিং।

ত্বচিসার —বংশ, বাঁশ, দারুচিনি, নারিকেল, তাল, গুবাক

মজ্জাসার —[জাতিসার] জায়ফল, জাতিফল।

জ্ঞাতসার —যে সার জানিয়াছে, সুগোচর।

পীতসার —গোমেধক মণি, চন্দন, চন্দন বৃক্ষ, অক্ষোট বৃক্ষ, বীজক বৃক্ষ, হরিচন্দন, তুরুষ্ক।

সিতসার —শালিঞ্চ শাক।

শ্বেতসার —খদির বৃক্ষ, আঠাল তরল পদার্থ বিং।

অতিসার —[অতীসার, সাতিসার] উদরাময়, পেটেরপীড়া

প্রত্যাসার-সৈন্যপৃষ্ঠ, সৈন্যব্যূহেরপশ্চাদ্‌ভাগ, ব্যূহপার্ষ্ণি

আত্মসার —স্বার্থপর।

তিক্তসার —খদির, খয়ের।

রক্তসার —রক্তচন্দন, রক্তখদির, অম্ল বেতস।

তন্তুসার —যে সকল বৃক্ষের মজ্জা তন্তুবিশিষ্ট, সুপারি গাছ, অতি সরু, অতি ক্ষীণ, সুতামাত্র শেষ

আপ্তসার —আত্মরক্ষণ, স্বীয় দেহ পালন।

অস্থিসার —অস্থিজাত মজ্জা, রক্তমাংস শূন্য, হাড়সার।

মদসার —মদ্যের সার, তুল বৃক্ষ।

অদ্রিসার —লৌহ, লোহা।
অব্দসার —কর্পূর বিং।
দধিসার —[ক্ষীরসার] ননী, মাখন।
যুদ্ধসার —অশ্ব, ঘোটক, বাজী।
গন্ধসার — চন্দন বৃক্ষ, চন্দন।
ঘনসার —কর্পূর, পারদ, জল, বৃক্ষ বিং।
অনুসার —অনুকরণ, ব্যবহার, রীতি নীতি, প্রথা।
রেণুসার —কর্পূর।
অগ্নিসার —চক্ষুর ঔষধ, অঞ্জন।
কৃষ্ণশার —(কৃষ্ণসার, কালসার) হরিণ বিং।
অপসার —নির্গম পথ, দুর্গাদির নির্গম দ্বার, পলায়ন।
উপশার —প্রহরী প্রভৃতির পর্য্যায় ক্রমে শয়ন।
পুষ্পসার —ফুলের মধু, মকরন্দ।
দিব্যসার —বৃক্ষ বিং, শালবৃক্ষ।
পূর্ব্বসার —অগ্রগামী, অগ্রসর।
অভিসার —যুদ্ধ, বল, অনুচর, সাধন, কান্তার্থে সঙ্কেত স্থানে গমন। (নাগরী দেখ)
অন্তঃসার —মুক্তা, মতি।
হেমসার —তুঁতিয়া।
তাম্রসার —রক্তচন্দন বৃক্ষ, রক্ত চন্দন।
গিরিসার —মলয় পর্ব্বত, টিন, লৌহ।
পরীসার —ইতস্ততঃ ভ্রমণ, নিকটে আগমন।

তরুসার —কর্পূর।

দারুসার —যে কাষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-চন্দন কাষ্ঠ।

ষোড়শার --ষোড়শ দল পদ্ম।

শালসার —শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ, হিঙ্গু, হিং।

শিলাসার --[অশ্মসার] লৌহ, লোহা, অয়ঃ।

তুষসার —অগ্নি, হুতাশন।

মাংসসার--ভুঁড়ি, মেদ।

বিশ্বসার —তন্ত্রশাস্ত্র বিং, ব্রহ্মাণ্ডের সার পদার্থ।

দেহসার --মজ্জা, অস্থি ও মাংসের মধ্যস্থ স্নেহ বিং।

বহুসার --খদির বৃক্ষ।

অপস্মার —মৃগী রোগ, অঙ্গ বিকৃতি।

লেখহার --পত্র বাহক, লেখহারক।

ভাগহার --অঙ্ক বিং, ভাগের নিয়ম।

অঙ্গহার —অঙ্গচালন, নৃত্যাদি কালে অঙ্গ ভঙ্গী।

এজেহার --[এজহার] (যাং) প্রকাশ ক্র, দর্শান।

পর্য্যাহার —একস্থান হইতে অন্যত্রনয়ন, বোঝা, মোট, খড়ের গাদি দেওয়া, যোঁয়ালিতে বদ্ধ ক্র।

দৃতিহার —ভিস্তীওয়ালা।

প্রতিহার --[প্রতীহার] দ্বার, দৌবারিক, দ্বারপাল, পরিহার, বাজীকর, মায়া, শঠতা।

প্রাতিহার—বাজীকর, কুহক, মায়াবী।

ব্যতিহার --[ব্যতীহার] গালাগালি, পরিবর্ত্ত, মারামারি।

প্রত্যাহার—ফিরাইয়া আনয়ন, প্রত্যাহরণ, একদ্রব্যের সহিত অন্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তন,সংজ্ঞা বিং।

ইস্তাহার —(যাং) ঘোষণা পত্র, প্রচার।

উদহার —মেঘ, জল বাহক।

উদাহার —দৃষ্টান্ত, নিদর্শন, বর্ণন, উল্লেখ, কথা প্রসঙ্গ

চন্দ্রহার —(দেং) নিতম্বের অলঙ্কার বিং, কাঞ্চী।

অধ্যাহার —উহ্য করা, তর্ক, অস্পষ্ট শব্দের স্পষ্ট ক্র।

অর্দ্ধহার —চৌষট্টি নর হার।

অনাহার —অনশন, উপবাস।

অনুহার —অনুকার, সদৃশ ক্র, উপমা।

অপহার —ক্ষতি, চুরি যাওয়া, সংগোপন, নিহ্নব।

উপহার —উপঢৌকন, ভেট, সমর্পণ।

সম্প্রহার —যুদ্ধ, সম্যক্ প্রহার, হনন, গমন।

অবহার —হাঙ্গর,জলহস্তী,চোর,যুদ্ধাদির বিশ্রাম,ভেট, নিমন্ত্রণ, স্বধর্ম্ম ত্যাগে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ।

ব্যবহার —ঋণ দানাদি ১৮ প্রকার বিবাদ, মোকদ্দমা, আচরণ, ব্যবসায়, চুক্তি,প্রথা, রীতি, কার্য্য

সর্ব্বহার —সর্ব্বস্ব ক্রোক করা।

অভিহার —চৌর্য্য, সাহস, ডাকাইতি, আক্রমণ,পৌনঃ পুণ্য, অভিযোগ, বর্ম্মাদি ধারণ।

অভ্যাহার—অভি গ্রহণ,লুঠ,ডাকাইতি,চৌর্য্য,ভোজন।

সমাহার —সঙ্ক্ষেপ,মিলন, সংগ্রহ,শব্দ যোজনা।

নিরাহার --আহার রহিত, উপবাসী, ভোজনাভাব ।
পরিহার —[পরীহার] অবজ্ঞা,পরিত্যাগ,আক্রমণ, দান
উরুহার —উরঃসূত্র, কণ্ঠ মালা ।
বৃষাহার —বিড়াল, মার্জ্জার ।

আর—অন্ত । (৫) পঞ্চাক্ষর ।

বোম্বেডিয়ার্—[ইং] জল পথে ডাকাইতি,গোলন্দাজ ।
উইডোয়ার্ —[ইং] মৃতদার ।
উডপেকার্ —[ইং] কাঠ্ঠোকরা ।
ফোরফিংগার্—[ইং] তর্জ্জনী, অঙ্গুলি বিং ।
লিটল্ফিংগার্--[ইং] কনিষ্ঠাঙ্গুলি ।
ছিগনেচার্ —[ইং] সহি, দস্তখত ।
লিটারেচার্ —[ইং] সাহিত্য ।
ড্রাইজিঞ্জার্ --[ইং] শুঁঠ, শুকনা আদা ।
আর্বিট্রেটার্—[ইং] সালিশ, মধ্যস্থ ।
কমেণ্টেটার্ —[ইং] টীকাকার ।
সল্টপিটার্ —[ইং] সোরা ।
কারপেণ্টার্ —[ইং] ছুতার, মিস্ত্রী ।
অ্যানছেষ্টার্ —[ইং] পূর্ব্ব পুরুষ ।
অ্যাম্ব্যাছাডার্-[ইং] রাজদূত ।
গ্রাণ্ডফাদার্ —[ইং] পিতামহ, বাপের বাপ ।
গ্রাণ্ডমাদার্ —[ইং] মাতামহ, মায়ের বাপ ।
বেডচেম্বার্ —[ইং] শয়ন ঘর ।

শপকিপার্ —[ইং] দোকান দার, মুদি।
ব্ল্যাকপিপার্—[ইং] গোল মরিচ।
নোটপেপার্—[ইং] চিঠীর কাগজ।
কম্পাইলার্—[ইং] সংগ্রহকার।
সিমিলার্ —[ইং] অসমান।
সময়কার —সঙ্কেত, পরিভাষা।
পঞ্জিকাকার—পঞ্জিকারক, তিথিবারাদিনির্ণায়ক গ্রন্থকর্ত্তা
পাদুকাকার—চর্ম্মকার, পাদুকা নির্ম্মাতা।
উপাক্ষকার—চস্‌মা প্রস্তুত কারী।
অপ্রতিকার—অপ্রতিবিধান, নিবারণ না করা, নিরুপায়
অনধিকার —স্বত্ব হীনতা, যাহাতে অধিকার নাই।
ধর্ম্মাধিকার —সদাসদ্ বিচারের অধিকার।
সুবর্ণকার —স্বর্ণকার, সেকরা।
কৃতাপকার —অপকারী, অপকৃত, দোষী।
প্রত্যপকার—উপকারীর অপকার করা।
প্রাত্যুপকার—কৃতজ্ঞতা, উপকারীর উপকার করা।
অনপকার —ক্ষতি শূন্যতা, দ্বেষ-ঈর্ষাহীনতা।
সমবকার —নাটক বিং।
অন্নবিকার —শুক্র, বিষ্ঠা, মল।
রোমবিকার—রোম ভঙ্গি, রোমাঞ্চ, রোমবিক্রিয়া।
তমোবিকার—পীড়া, রোগ, ব্যাধি।
পঞ্চমকার —মৎস্য-মাংস-মদ্য-মুদ্রা-মৈথুন=এই ৫।

পুরুষকার —পৌরুষ, উৎসাহ, চেষ্টা।

পত্রঝঙ্কার —পত্র সংস্কার, বেগ, স্রোত, রায়ভাটি, আওড়

ধনুষ্টঙ্কার —জ্যাস্ফালনশব্দ, রোগ বিং, অঙ্গগ্রহ।

অগদঙ্কার —বৈদ্য, চিকিৎসক, ডাক্তার।

উপানৎকার—জুতা প্রস্তুত কারী।

অপরিষ্কার—আবুড়া খাবুড়া, নোংরা, অশুদ্ধ।

অঙ্গসংস্কার—চন্দনাদি লেপন, শরীর মার্জ্জন।

পত্রসংস্কার—স্রোত, প্রবাহ।

অগ্নিসংস্কার—সৎকার, দাহ, শবদাহন।

জীর্ণসংস্কার—মেরামত, ভাঙ্গা সারা।

কনকক্ষার —সোহাগা।

সম্বলক্ষার —মনঃশিলা।

কণ্টকাগার—শরট, শল্লকী, সজারু।

সূতিকাগার—প্রসব গৃহ, অরিষ্ট, আঁতুড় ঘর।

পুস্তকাগার—পুস্তকালয়, লাইব্রেরী।

আয়ুধাগার—অস্ত্র গৃহ, যে গৃহে অস্ত্র থাকে।

যথেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার, আপনার ইচ্ছা মত কার্য্য করা

সিদ্ধান্তাচার—তান্ত্রিক আচার বিং।

সমুদাচার —শিষ্টাচার, সম্যক্ আচার, আশয়, অভিপ্রায়

অসদাচার —দুষ্টাচারী।

কৌমুদীচার—কোজাগরী পূর্ণিমা।

দুরপচার —দুরপ্রসন্ন, যাহাকে কষ্টে অপ্রসন্ন করা যায়

দুর্গসঞ্চার —সেতু, সাঁকো, সংক্রম্য।
ভূতসঞ্চার —ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া।
এজ্জতাছার—(যাং) সম্মান বিশিষ্ট।
গন্ধমার্জ্জার —খট্টাস, খাটাস।
শ্বাসকুঠার —শ্বাস রোগের ঔষধ বিং।
অঙ্গুলিঠার —(দেং) ইঙ্গিত, ইশারা।
অগ্ন্যবতার —অতি কোপান্বিত, শীঘ্র ক্রোধী।
পূর্ণাবতার —ভগবানের অবতার বিং-রাম-কৃষ্ণাদি।
সমবতার —তীর্থ,ঘাট,সিঁড়ি,ধাপ, অবতরণ,পুণ্যভূমি
ধর্ম্মাবতার —ধর্ম্মের অবতার,মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, বিচারকর্ত্তা
দশাবতার —বিষ্ণু, মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-
পরশুরাম-রামচন্দ্র-বুদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণ বা বল-
রাম-কল্কী=১০, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি।
জলকান্তার —বরুণ, জলাধিপতি।
ধূলিকেদার—বপ্র, প্রাকার, ক্ষেত্র।
অকৃতদার —অবিবাহিত পুরুষ।
পত্তনিদার —(যাং) যে ব্যক্তি পত্তনী রাখে।
মজুমদার —উপাধি বিং।
ইজারাদার —(ইজারদার)(যাং)যে ব্যক্তি ইজারা রাখে
হাবিলদার —(যাং) সৈন্যের প্রধান।
রেসালদার —[রিশলদার](যাং)পল্টনাধ্যক্ষ,রেছালাধ্যক্ষ
সহস্রধার —বিষ্ণুর চক্র, সুদর্শন চক্র।

জগদাধার—কাল, বায়ু, জগতের আশ্রয়।

অকর্ণধার—হাল ধরিবার অযোগ্য, অজ্ঞমাঝী।

পল্লবাধার—বৃক্ষের ডাল, শাখা।

সংকাঞ্চনার--রক্ত কাঞ্চন বৃক্ষ।

অবারপার—সমুদ্র, পারাবার।

সালকাবার—[যাং] বৎসর শেষ, তৎ হিসাব।

মাসকাবার—[যাং] মাস শেষ, তৎ হিসাব।

অনুপবার—যাহা বৃদ্ধি করে, যে ঔষধে পীড়া বৃদ্ধি হয়

সনৎকুমার—ব্রহ্মার পুত্র, মুনি বিং।

খাসখামার—[যাং]যেজমি প্রজাবিলি ভিন্নপতিতআছে

অজ্ঞাতসার—অসাক্ষাৎ, পরোক্ষ, অদৃশ্য।

রক্তাতিসার—রোগ বিং, রক্ত নির্গমন রোগ।

বিপ্রতিসার--(বিপ্রতীসার)অনুতাপ, পশ্চাৎ তাপ, রোগ

জ্বরাতিসার—জ্বর এবং অতিসার যুক্ত রোগ বিং।

জলানুসার—জলের ন্যায় গমন বা কার্য্য করণ।

সর্ব্বাভিসার—চতুরঙ্গ সৈন্য সমবেত করণ।

লোহাভিসার—অভ্যর্থনা বিং, অস্ত্র মার্জ্জনা ক্র।

খাদিরসার—খয়ের, খদির বৃক্ষের নির্য্যাস।

ইশতাহার—[ইশতিহার] বিজ্ঞাপন পত্র।

ধনাপহার—দোষী ব্যক্তির অর্থ দণ্ড, অপহরণ; লু

পাদপ্রহার—পাদাহতি, লাথি, পদ দ্বারা প্রহার।

তলপ্রহার—চপেটাঘাত, চাপড় মারা।

প্রত্যবহার —প্রলয়, ধ্বংস, বিনাশ।
অভ্যবহার —ভোজন, আহার।
জলবিহার —জলকেলী, জলক্রীড়া।
অভিব্যাহার-পরিস্ফুট বাক্য কথন।
সমভিহার —পৌনঃপুন্য, বারম্বার, আতিশয্য।
লোহাভিহার-অস্ত্র শস্ত্র মার্জ্জনা করা, অভ্যর্থনা বিং।
ত্রিদশাহার —অমৃত, সুধা।
প্রতিসংহার—নিবর্ত্তন, প্রত্যাকর্ষণ, সঙ্কোচ, সমাহার।
অস্থিসংহার—গ্রন্থিবিশিষ্ট বৃক্ষ, হাড় জোড়া।
বেণীসংহার—ভট্ট নারায়ণ কৃত নাটক বিং, বেণী বন্ধন
উপসংহার —বিনাশ, পরিশেষ, সমাপ্তি, সংগ্রহ, আরব্ধ
বা প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষ করা।

আর—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

কলিফ্লাউয়ার্ —[ইং] ফুল কপি।
চ্যানডিলিয়ার্ —[ইং] ঝাড়, দীপাধার।
মিডলফিংগার্ —[ইং] মধ্যমা অঙ্গুলী।
এক্সপেণ্ডিচার্ —[ইং] খরচ, ব্যয়।
গানপাউডার্ —[ইং] বারুদ।
বুকবাইণ্ডার্ —[ইং] দপ্তরি, জেলেদ কর।
অট্টালিকাকার—রাজ মিস্ত্রী।
উত্তরাধিকার —মৃত ব্যক্তির ধনে অধিকার।
মহাকর্ণিকার —সোঁদালি গাছ, আরগ্বধ বৃক্ষ।

সকারবকার —[দেং] অকথ্য, অপভাষা, অশ্লীলকথন।
শরীরসংস্কার —দেহের পবিত্রতা জনক কর্ম্ম, শরীরের শোভা সম্পাদন ও পরিস্কার করণ।
ষোড়শোপচার—আসন-স্বাগত-পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনীয়-মধুপর্ক-পুনরাচমনীয়-স্নান-বসন-আভরণ-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-চন্দন= এই ১৬ পূজার উপচার।
লোমশমার্জ্জার—গন্ধ বিড়াল, গন্ধগোকুলা, বিড়াল বিং।
দশমাবতার —ভগবানের দশম অবতার=কল্কী।
পুরার্দ্ধবিস্তার —নগরের অংশ, উপনগর।
অকুলপাথার —অগাধ জল, মহা বিপদ্।
তহসীলদার —[যাং] কর সংগ্রাহক।
জীবাজীবাধার—জগৎ, পৃথিবী।
কুলাকুলবার —বুধবার।
অশ্বিনীকুমার —স্বর্গ বৈদ্য, সূর্য্যের যমজ সন্তান দ্বয়।
কর্ম্মব্যতিহার —পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়া করণ।
নিহ্নবাপহার —তহবিল ভাঙ্গন, তহবিল তছরুপ ক্র।
প্রাপ্তব্যবহার —বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক।
সমভিব্যাহার —সঙ্গ, একত্রাবস্থান।

আর—অন্ত। (৭) সপ্তাক্ষর।

আরথেনওয়ার্ —[ইং] মাটীর বাসন।
ষ্ট্রামোনিফ্লাওয়ার্-[ইং] ধুতুরা ফুল।

ক্যাবিনেটওয়্যার্‌-[ইং] কাষ্ঠের দ্রব্য।

চাইনিসওয়্যার্‌—[ইং] চীনের বাসন।

কনফেকসনার্‌ —[ইং] ময়রা, হালাইকর।

ইনএহুইচ্‌পার্‌ —(ইং) কাণে কাণে কথা, ফুস্‌ ফুস্‌।

রিমেটেণ্টফিভার্‌—[ইং] স্বল্প বিরাম জ্বর।

টাইফয়েড্‌ফিভার্‌-[ইং] সান্নিপাতিক জ্বর।

কণ্টিনিউড্‌ফিভার্‌-[ইং] একজ্বরী।

সরবরাহকার —(যাং) নির্ব্বাহ কর্ত্তা, অধ্যক্ষ।

শঙ্কিতব্যভিচার —যে স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার সন্দেহ করাযায়

অপ্রাপ্তব্যবহার —শিশু, ১৬ বর্ষের অনধিক বয়স্ক।

কুসীদব্যবহার —সুদ কসা, সুদে টাকা ধার-দেওয়া।

আর—অন্ত। (৮) অষ্টাক্ষর।

ফুনারঅরলেটার —[ইং] অগ্র পশ্চাৎ।

পরাবর্ত্ত্যব্যবহার —পুনর্ব্বার বিচারপ্রার্থনা, পুনরাহ্বান

ইণ্টারমিটেণ্টফিভার্‌-[ইং] অবিরাম বা পালা জ্বর।

ইর—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ঈর্‌ —(ধা) প্রেরণ, যাওন-প্রেরণ, উদীরণ, প্রেরক।

তীর্‌ —(ধা) সমাপ্তি-তীরিত, তীর, তীরণ।

বীর্‌ —(ধা) বলিষ্ঠ হওন-বীর, বীরা, বীরণ, করবীর।

কির —যে পোত্র দ্বারা ভূমি খনন করে-শূকর, ছড়ান

কীর —শুক পক্ষী, দেশ বিং, মাংস।

ক্ষীর —দুগ্ধ, জল, আটা, আবর্ত্তিত গাঢ় দুগ্ধ বিং।

গির —বাক্য, সরস্বতী, বচন, কথা।

চির —অনন্তকাল, দীর্ঘকাল স্থায়ী।

চীর —ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড, গাছের ছাল, যুদ্ধের পরিচ্ছদ, সীসা, লেখন ভেদ, পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ, উচ্চাঙ্গ কীট, ভৃঙ্গারক পোকা, চূড়া, গোস্তন, রেখা বিং

জীর —মসলা বিং, জীরা, অনু, খড়্গ।

তীর —নদ কূল, তট, বাণ, টিন ধাতু, সীসক, রাঙ্গ।

স্থির —স্থায়ী, ধীর, বিশ্বাস যোগ্য, দেবতা, কার্ত্তিকেয়, শনিগ্রহ, বৃষ, পর্ব্বত, বৃক্ষ, মোক্ষ, বৃশ্চিকাদি রাশি

ধীর —ধৈর্য্যশীল, পণ্ডিত, জ্ঞানী বুদ্ধিমান্, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, শান্ত, কুঙ্কুম, বলিরাজা, ঋষভৌষধি, প্রাজ্ঞ, নম্র

নির --নিষেধ, নিশ্চয়, নিঃশেষ, বহিষ্করণ, নির্গমন, নিতান্ত

নীর —যাহা হইতে বাড়বাগ্নি নির্গত হয়, রস, জল।

পীর —(যাং) সোমবার, যবন উপাস্য দেবতা।

ফির —(যাং) ফেরণ, আবার, বার বার।

স্ফির —প্রচুর, বহুল, অনেক, প্রবৃদ্ধ।

বীর —বিক্রম শালী, উশীর, অগ্নের মণ্ড, শ্রেষ্ঠ, কাঁজি, কুলাচার বিং, মরিচ, নল, নড়, শৃঙ্গী, নট, জিন, তান্ত্রিক ভাব বিং, রস বিং, বিষ্ণু, যোদ্ধা, শূর, বিক্রান্ত, তেজস্বী।

মীর —সমুদ্র, পর্ব্বতের এক দেশ, সীমা, পানীয়।

শির —মস্তক, মাথা। (দেং) নাড়ী, ধমনী।

শীর —অজগর সর্প।

পিপ্পলী মূল।

সীর —হল, লাঙ্গল, সূর্য্য।

হীর —মহাদেব, ইন্দ্রের বজ্র, সর্প, হার, সিংহ, হীরক।

শিরঃ —মস্তক, উত্তমাঙ্গ, সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী দল, বিছানা

ইর—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

নকির —(যাং) দাগ, চিহ্ন।

ফকীর —(যাং) ভিক্ষুক, দরিদ্র।

ফিকির—(যাং) চিন্তা, উপায়, কল্পনা।

বিকির—পক্ষী, কূপ, খগ, খেচর, কুশ, বিকীরণ, পিণ্ড, পূজাদিতে বিঘ্ন নিবারণার্থ ক্ষেপণীয় তণ্ডুলাদি।

বাক্কীর —শ্যালক, পত্নীর ভ্রাতা।

কিঙ্কির—অশ্ব, গজকুম্ভ, ভ্রমর, কোকিল, মদন।

উৎকির—উৎক্ষেপক।

বিষ্কির—পক্ষী, বিহঙ্গম, খগ, পতত্রী।

খিঙ্খির—শিবের অস্ত্র বিং, খেঁকশিয়ালী, খট্টাঙ্গ।

অগির —স্বর্গ, সূর্য্য, অগ্নি, রাক্ষস, অণ্ডজ।

তগীর —(যাং) বদল, পরিবর্ত্তন, বিনিময়।

অচির —সত্বর, ক্ষিপ্রকারী, শীঘ্র, আশু।

প্রাচীর—ভিত্তি, দেওয়াল, পাঁচীল, বেষ্টন।

মুচির —দানশীল, বদান্য, ধর্ম্ম, বায়ু দেবতা, মেঘ, দাতা

রুচির —সুন্দর, মিষ্ট, মধুর, উজ্জ্বল, মূলক, লবঙ্গ, কুঙ্কুম

সুচির —অতি দীর্ঘকাল, অনেক দিন, দীর্ঘকালস্থায়ী।
অজির —প্রাঙ্গণ ভূমি, বায়ু, শরীর, ভেক, বিষয়, মধ্যদেশ
উজির —(যাং) প্রধান মন্ত্রী।
নজির —(যাং) উদাহরণ।
নাজির —(যাং) পেয়াদার প্রধান।
হাজির —(যাং) উপস্থিত।
আঞ্জির—(যাং) শফরী আম, পেয়ারা, ডুমুর ফল।
জিঞ্জীর —(যাং) শৃঙ্খল, বেড়ী।
মঞ্জীর —চরণাভরণ, নুপুর, মন্থন দণ্ডের বন্ধনস্তম্ভ।
হিঞ্জীর —হস্তীর পাদবন্ধন রজ্জু।
কটীর —জঘন, কন্দর, কটি, কোমর।
কুটীর —(কুটির) ছোটঘর, কুঁড়ে ঘর।
কোটির—ইন্দ্র, ইন্দ্রগোপ কীট, নকুল, নেউল।
কোটীর—কিরীট, মুকুট, জটা, চূড়া।
পটীর —ক্ষেত্র, উচ্চতা, লোচন, চন্দন, মেঘ, বংশ, উদর, মূলক, খদির, বাত রোগ বিং, কন্দর্প, চন্দনবৃক্ষ
শৌটীর —অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত, প্রব্রাজক, তপস্বী, সংসার ত্যাগী, বীর, শূর, দাতা, মুক্তহস্ত।
কুডির —পর্ব্বত, শৈল।
টিটির —পক্ষী বিং।
অণ্ডীর —বলবান্ পুরুষ, শক্তি।
আণ্ডীর —অনেক অণ্ডবিশিষ্ট।

কাণ্ডীর —তীরন্দাজ, আপাং গাছ।

কুণ্ডীর —মনুষ্য. বলবান্।

গণ্ডীর —ফল-শাক বিং, যোদ্ধা, বীর, সমঠ।

ডিণ্ডির —[ডিণ্ডীর] মৎস্য বিশেষের অস্থি, সমুদ্র ফেন।

পিণ্ডীর —দাড়িম্ব বৃক্ষ, নীরস।

ভণ্ডির —[ভণ্ডীর] শিরীষ বৃক্ষ, তণ্ডুলী শাক।

ভাণ্ডীর —বট বৃক্ষ, ভাঁইট গাছ।

শৌণ্ডির—[শৌণ্ডীর] দর্পী, অহঙ্কারী, গর্ব্বিত।

প্রতীর —কূল, তীর, তট।

তিত্তির —তিত্তির পক্ষী, মুনি বিং, যজুর্ব্বেদ।

তৈত্তির—তিত্তির পক্ষী, গণ্ডার, তিত্তির পক্ষী সমূহ।

কস্তীর —রঙ্গ, রাঙ্ ধাতু।

রথির —রথী, রথারোহী, রথারূঢ় ব্যক্তি।

অস্থির —অস্থায়ী, নশ্বর, অনিশ্চিত, অধীর, চঞ্চল স্বভাব।

সুস্থির —অতি স্থির, অচঞ্চল, সুস্থ, দৃঢ়, বদ্ধ মূল।

খদির —ইন্দ্র, চন্দ্র, খয়ের, যূপবৃক্ষ।

খাদির —খদির সংক্রান্ত, খদির নির্ম্মিত, খয়ের।

খিদির —চন্দ্র, শশী।

চদির —চন্দ্র, হস্তী, সর্প।

ছিদির —খাঁড়া, কুঠার, রজ্জু, অগ্নি।

ভেদির —ভিদুর, বজ্র।

মদির —রক্ত খদির, মত্ততা জনক, খঞ্জন পক্ষী।

মুদির —মেঘ, জলদ, ভেক, কামুক, লম্পট।

চন্দির —চন্দ্র, হস্তী।

মন্দির —ভবন,আলয়,দেবালয়,নগর, জানুর পশ্চাদ্ভাগ, সমুদ্র, সাগর, গন্ধর্ব্ব বিং।

অধীর —অস্থির, অসহিষ্ণু, ভীত, কাতর, অধৈর্য্য।

বধির —শ্রবণেন্দ্রিয় রহিত, কালা। (দেং) বয়ড়া।

মেধির —ধীমান্, মেধাবী, স্মরণ শক্তিবিশিষ্ট।

রুধির —রক্ত,শোণিত,কুঙ্কুম,রক্তবর্ণ,মঙ্গলগ্রহ,রক্তবর্ণযুক্ত

সুধীর —ধৈর্য্য শীল, শান্ত, বুদ্ধিমান।

তূণীর —বাণ রাখিবার চোঙ্গা, তূণ।

পনীর —সলবণ ছানা, খাদ্য দ্রব্য বিং।

বানীর —বেতস লতা, বেতগাছ, বঞ্জুল।

শণীর —শোণ নদের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ।

অবীর —দুর্ব্বল।

আবীর —রঞ্জক দ্রব্য বিং, ফাগ।

স্থবির —বৃদ্ধ, জীর্ণ, ব্রহ্মা, বৃদ্ধ ব্যক্তি।

প্রবীর —উত্তম যোদ্ধা, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত।

শিবির —সেনা বিং, ছাউনি, পটাবাস, স্কন্ধাবার, শস্য বিং, রাজার বাসস্থান, তাঁবু, সেনানিবেশ।

সৌবীর—সিন্ধু নদের নিকটবর্ত্তী দেশ বিং,বদর,আমানি

তদ্বীর —(যাং) উদ্‌যোগ, উপায়, চেষ্টা।

জম্বির —[জম্বীর, জামির] লেবু।

নির্ব্বীর—বীর শূন্য।

অভির —[আভীর] গোপ, গোয়ালা।

গভীর —অতি নিম্ন, যাহার তল অগাধ।

কুম্ভীর —[কুমীর], জল জন্তু বিং, নক্র।

কৌম্ভীর—কুমীর ও তৎ সদৃশ জীব।

গম্ভীর —গভীর, অগাধ, নিবিড়, স্বর, মন্থর, নিম্ন, পদ্ম, ঋক্ মন্ত্র, জম্বীর, অতলস্পর্শ, পঙ্কজ।

জম্ভীর —বৃক্ষ বিং, জম্বীর, লেবু।

আমীর—[যাং] ধনী অথবা সম্ভ্রান্ত লোক।

তিমির —অন্ধকার, নেত্র রোগ বিং, অন্ধকারময়, অজ্ঞান

শমির —[শমীর] ক্ষুদ্র শমী বৃক্ষ, ছোট শাঁই গাছ।

সমির —[সমীর] বায়ু, বাত, মরুৎ, অনিল, পবন।

কির্ম্মীর—রাক্ষস বিং, নাগরঙ্গ বৃক্ষ, চিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ।

কুরীর —মৈথুন, রমণ।

পরীর —বীজ, ফল।

শরীর —যে রোগাদি দ্বারা জীর্ণ হয়, দেহ, বর্ষ্ম, বিগ্রহ

শারীর —শরীর হইতে জাত, শরীর সম্বন্ধীয়, বেদান্ত সূত্র, জীবাত্মা, ষাঁড়, বৃষ।

কুরির —(কুলীর) কর্কট, কাঁকড়া, চতুর্থ রাশি।

বলির —কেকরাক্ষ, টেরা।

অশির —সূর্য্য, অগ্নি, রাক্ষস, হীরক, বস্ত্র।

আশির—অগ্নি, রাক্ষস।

উশীর —(উষীর) বেণার মূল, গন্ধ তৃণমূল, খশ্‌খশ্‌।

ঔশীর —(ঔষীর) উশীর সংক্রান্ত, চামরদণ্ড, শয়নাসন।

নাসীর—যাহারা সিংহনাদ করে, সেনা মুখ, অগ্রগামী।

বশির —সামুদ্রিক লবণ, করকচ লুন, গজপিপ্পলী, চব্য,
চই, আপাং গাছ, বচা, বচ্‌।

বসির —সাগর লবণ।

শিশির—হিম, তুষার, শীতকাল, শীতল, জড়, ঋতু বিং।

শুষির —রন্ধ্র, স্বচ্ছিদ্র, অবকাশ, অগ্নি, মূষিক, বাদ্যযন্ত্রবিং

শৈশির—শিশির সম্বন্ধীয়, শ্যামবর্ণ চটকপক্ষী।

হিংসীর—ব্যাঘ্র, শার্দ্দুল, খল।

অশ্মীর —পাথরী রোগ।

কশ্মীর —স্বনাম খ্যাত দেশ, কাশ্মীর দেশ।

কাশ্মীর—দেশ বিং, কাশ্মীর দেশীয় রাজা বা অধিবাসী,
কুঙ্কুম, পদ্মের গেঁড়ো, সোহাগা, পুষ্কর মূল।

গোহির—পাদমূল, গোড়ালি।

জাহির —(যাং) প্রকাশ করণ, প্রচার করণ।

বাহির —(দেং) বহির্ভাগ, বহির্দ্দেশ।

মহির —সূর্য্য, তপন।

মাহির —ইন্দ্র, দেবরাজ।

মিহির —সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, মেঘ, বায়ু, চন্দ্র, মুনি বিং, বৃদ্ধ,
বিক্রমাদিত্য রাজার নব রত্নের এক রত্ন।

মুহির —কামদেব, মদন, মূর্খ, প্রেম, প্রণয়, অপণ্ডিত।